বার্ষিক প্রতিবেদন

(২০২৩-২০২৪)

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা বোর্ড

সাবিনা আলম
অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ
অধ্যাপক স্থপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ
নাফরিজা শ্যামা
অধ্যাপক মালিহা নার্গিস আহমেদ
মোঃ আমিরুজ্জামান
রাখী রায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

খোন্দকার জাহিদুল করিম
ড. মোঃ আতাউর রহমান
মোঃ আমিরুজ্জামান
আফরোজা খান মিতা
মোছা ঃ নাহিদ সুলতানা
লাভলী ইয়াসমিন
মোঃ মহিদুল ইসলাম
তানিয়া সুলতানা

প্রচ্ছদ আলোকচিত্র

যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলাধীন খেদাপাড়া গ্রামের ধনপোতা ঢিবিতে উৎখননে উন্মোচিত স্থাপত্য কাঠামো
ঢাকা জেলার পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারে (ওয়ার্কসপ জোন) প্রত্নতাত্ত্বিক খননক্ষেত্র
গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার বিরাট রাজার ঢিবিতে উৎখননে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক
গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলাস্থ বিরাট রাজার ঢিবিতে উৎখননে উন্মোচিত স্থাপত্য কাঠামো
চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার বড় উঠান ইউনিয়নের বিশ্বমুড়ায় উৎখননে উন্মোচিত স্থাপত্য কাঠামো।

প্রতিবেদন সংকলন

রাখী রায়
লিলি আরা চৌধুরী

প্রচ্ছদ বিন্যাস

রাখী রায়
তাপস কুমার মণ্ডল

প্রকাশকাল

১০ অক্টোবর ২০২৪

প্রসঙ্গ কথা

প্রত্নসম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে ক্ষুদ্র একটি দেশ। এ দেশের গৌরবময় ইতিহাসের অকাট্য প্রমাণ বা সাক্ষ্য হলো দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রত্ননিদর্শনসমূহ। বাঙ্গালী জাতির সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনুসন্ধান, জরিপ, প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও গবেষণা, প্রত্ননিদর্শন সংরক্ষণ, জাদুঘরের প্রত্নবস্তু প্রদর্শন, গবেষণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা এবং নতুন প্রজন্মকে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মূখ্য কাজ।

বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন সংরক্ষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা ৫৩৬টি এবং জাদুঘরের সংখ্যা ২২টি। তবে জরিপ ও বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবছরই সংরক্ষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এসব পুরাকীর্তি সংস্কার সংরক্ষণ করে দর্শক পর্যটকদের জন্য উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং জাদুঘরসমূহে প্রাচীন প্রত্নবস্তু প্রদর্শিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের কুটনীতিক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এসব প্রত্নস্থান ও জাদুঘর পরিদর্শন করে থাকেন। এছাড়াও প্রধান কার্যালয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরি রয়েছে যেখানে গবেষকগণ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করে থাকেন।

প্রত্নগবেষক ও উৎসাহী জ্ঞানপিপাসুদের নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদানের জন্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য অধিদপ্তরের প্রকাশনা ও মুদ্রণ খাত থেকে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ, জার্নাল, প্রতিবেদন প্রভৃতি প্রকাশ করা হয়। প্রকাশনাসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রত্নবার্তা, প্রত্নচর্চা, বার্ষিক প্রতিবেদন, খনন ও জরিপ প্রতিবেদন, ভিউকার্ড, পোস্টার, ব্রুশিয়ার ইত্যাদি। এছাড়াও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল আঞ্চলিক কার্যালয়, নিয়ন্ত্রণাধীন জাদুঘর ও প্রত্নস্থলসমূহে বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও উৎসবাদি আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বরেণ্য প্রত্নতাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদ এর জন্মবার্ষিকী উদযাপনের নিমিত্ত স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবছরের ন্যায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এই প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশনা কাজে নিয়োজিত অধিদপ্তর এবং আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়সমূহের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

Alam

(সাবিনা আলম)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়		কার্যক্রম	পৃষ্ঠা নং
	অধিদপ্তর পরিচিতি	১) অধিদপ্তর পরিচিতি	০১
		২) রুপকল্প ও অভিলক্ষ্য	০১
		৩) কার্যাবলী	০১-০২
		৪) আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা	০২
		৫) সাংগঠনিক কাঠামো	০২
		৬) জনবল বিন্যাস	০২
		৭) আইন, বিধি ও নীতিমালা	০২
		৮) সম্পাদনা বোর্ড	০২
দ্বিতীয় অধ্যায়	২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম ক) প্রশাসনিক কার্যক্রম খ) প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম গ) প্রকাশনা ঘ) প্রশিক্ষণ/সেমিনার ও মেলা ঙ) উৎসব আয়োজন	**কার্যক্রম (প্রশাসনিক)**	**পৃষ্ঠা নং**
		১) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	০৪
		২) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	০৪-০৫
		৩) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি	০৫-০৬
		৪) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	০৬-০৭
		৫) উদ্ভাবনী কার্যক্রম	০৭-০৮
		৬) তথ্য অধিকার	০৮
		৭) পদ সৃজন	০৮
		৮) পেনশন প্রদান	০৮
		৯) জনবল নিয়োগ	০৮
		১০) পূরণকৃত পদ ও শূন্যপদের তথ্য	০৮
		১১) রাজস্ব আয়	০৮
		১২) আয়-ব্যয়	০৯
		১৩) বাৎসরিক বাজেট	০৯
		কার্যক্রম (প্রত্নতাত্ত্বিক)	**পৃষ্ঠা নং**
		১) অনুসন্ধানমূলক জরিপ	১০-১৫
		২) প্রত্নতাত্ত্বিক খনন	১৬-২৩
		৩) প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ	২৪-২৬
		৪) প্রত্নসম্পদ ঘোষণা/ গেজেট প্রকাশ	২৭-৩৩
		৫) প্রত্নবস্তু শনাক্তকরণ	৩৪-৩৭
		৬) সংস্কার ও সংরক্ষণ	৩৮-৪৮
		কার্যক্রম (প্রকাশনা)	**পৃষ্ঠা নং**
		১) মুদ্রণ	৪৯-৫৩
		২) গ্রন্থাগার সেবা	৫৪-৫৬

		কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ/সেমিনার ও মেলা)	**পৃষ্ঠা নং**
		১) প্রশিক্ষণ	৫৮-৬৪
		২) সেমিনার	৬৫-৭১
		৩) অংশীজনসভা	৭২-৭৫
		৪) স্মরণসভা	৭৬-৭৮
		৫) কর্মশালা	৭৯-৮১
		৬) প্রদর্শনী	৮২-৮৫
		৬) মেলা	৮৬-৮৮
		৭) উৎসব আয়োজন	৮৯-৯০
তৃতীয় অধ্যায়	প্রকল্প	১) 'ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেন এর সংস্কার-সংরক্ষণ এবং ঢাকা মহানগর জাদুঘর স্থাপন (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প	৯২-৯৪
		২) অন্যান্য	৯৪
চতুর্থ অধ্যায়	অধিদপ্তরের আওতাধীন দপ্তর/জাদুঘর সমূহের কার্যক্রম	১) জাদুঘর/সাইটসমূহের কার্যক্রম	৯৫-৯৮
		২) পরিদর্শন	৯৯-১০১

প্রথম অধ্যায়

অধিদপ্তর পরিচিতি

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর উপমহাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন অধিদপ্তর। ১৮৬১ সালে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া নামে এ অধিদপ্তরের যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পর ঢাকায় বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৮৩ সালে বিভাগীয় পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে ঢাকায় প্রধান দপ্তরসহ ০৪ বিভাগে আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন সময়ে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংরক্ষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা ছিল ১৫২টি। বর্তমানে সংরক্ষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩৬ এ উন্নীত হওয়ার পাশাপাশি অধিদপ্তরের আওতায় ২১টি জাদুঘর ও ০৯টি প্রত্নস্থলে অসংখ্য মূল্যবান প্রত্ননিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে।

রূপকল্প: প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য সচেতন সংস্কৃতিমনষ্ক জাতি গঠন।

অভিলক্ষ্য: দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের সংস্কার, সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন ।

কার্যাবলী : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কার্যাবলীসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক) জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা।

খ) ১৯৬৮ সালের পুরাকীর্তি আইন (সংশোধিত ১৯৭৬) অনুযায়ী প্রাচীন স্মৃতি নিদর্শনসমূহের সুরক্ষা প্রদান করা হয়।

গ) প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যবিধি অনুসারে সারাদেশে সুরক্ষিত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং স্মৃতি নিদর্শনসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত করা।

ঘ) অনুসন্ধান এবং উৎখনন পরিকল্পনা করা।

ঙ) পূর্বপরিকল্পিত কর্মসূচি অনুসারে প্রাচীন স্থানের অনুসন্ধান ও উৎখনন করা।

চ) সংস্কৃত, আরবি এবং ফারসি ভাষায় উৎকীর্ণ পাথরের শিলালিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা এবং পাণ্ডুলিপিসহ প্রাচীন এপিগ্রাফিক রেকর্ডের ব্যাখ্যা এবং অধ্যয়ন করা।

ছ) অস্থাবর সাংস্কৃতিক পুরাকীর্তি বা প্রত্নবস্তু সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য জাদুঘরের পরিকল্পনা, প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

জ) ১৯৬৮ সালের পুরাকীর্তি আইন (সংশোধিত ১৯৭৬) অনুযায়ী পুরাকীর্তির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা করা।

ঝ) আমাদের ইতিহাসের অধ্যয়ন এবং পুনর্গঠনে নিবেদিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষক ও পণ্ডিতদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে এবং আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উপস্থাপনার জন্য বই, ব্রুশিয়র, গাইড বই, ভিউকার্ড এবং অন্যান্য প্রচার সামগ্রীর প্রকাশনার কাজ করা।

ঞ) ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের সকল সুরক্ষিত এবং অরক্ষিত প্রত্নতাত্ত্বিক ঢিবি এবং স্মৃতিস্তম্ভের একটি পূর্ণাঙ্গ ডকুমেন্টেশন তৈরির জন্য পদ্ধতিগত এবং পূর্ণাঙ্গ জরিপের কাজ করা।

ট) পুরাকীর্তির সংগ্রহ, অধ্যয়ন ও গবেষণা করা।

ঠ) বিভাগীয় প্রকৌশলী ও স্থপতির তত্ত্বাবধানে জাদুঘর ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, রেস্ট হাউস, ভিজিটর শেড এবং অন্যান্য সিভিল ভবন নির্মাণ করা।

ড) একটি বিশেষায়িত গ্রন্থাগারের রক্ষণাবেক্ষণ করা।

ঢ) আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা।

ণ) নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ও অধ্যয়নের সুবিধার্থে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বস্তুর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং নৃতাত্ত্বিক জাদুঘরে তাদের সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা।

ত) উৎখনন বা সংগ্রহকৃত প্রাচীন স্মৃতি নিদর্শনসমূহের এবং অন্যান্য অস্থাবর পুরাকীর্তি, প্রাচীন নিদর্শন এবং জাদুঘরে প্রদর্শিত নিদর্শনের রাসায়নিক পরিচর্যা করা।

থ) আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের জন্য ইউনেস্কো ও অন্যান্য ঐতিহ্যমূলক কার্যক্রমের সমন্বয় করা।

দ) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত জাদুঘরসহ অন্যান্য শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা।

আওতাধীন দপ্তর সংস্থা: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রাধীণ ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে।

- ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ, ঢাকা
- রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ, বগুড়া
- খুলনা ও বরিশাল বিভাগ, খুলনা
- চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ, কুমিল্লা

আইন ও বিধি:

- প্রত্নসম্পদ আইন-১৯৬৮ (Antiquities Act-1968, Amendment1976)
- প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণবিধি (Conservation Manual)
- চার্টার অব ডিউটিজ (Charter of Duties)
- The Officers And Employees (Department Of Archaeology And Museum) Recruitment Rules, ১৯৮৫
- Preservation Rule
- Archaeological Works Code

নীতিমালা: সেমিনার ও মিলনায়তন নীতিমালা, চিত্রায়ণ ও আলোকচিত্র নীতিমালা

৮. সম্পাদনা বোর্ড : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রকাশনা মুদ্রণের জন্য সম্পাদনা বোর্ড গঠন করা হয়।

সম্পাদনা বোর্ডের কার্যপরিধি :

ক) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রকাশিতব্য পুস্তক, জার্নাল, ব্রুশিয়র প্রকাশযোগ্য কি না তার মান নির্ধারণ করা ;

খ) প্রকাশিতব্য পুস্তক, জার্নাল, ব্রুশিয়র এর পাণ্ডুলিপিসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

ক) প্রশাসনিক কার্যক্রম

খ) প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম

গ) মুদ্রণ ও প্রকাশনা

ঘ) প্রশিক্ষণ/সেমিনার ও মেলা

ঙ) উৎসব আয়োজন

ক) প্রশাসনিক কার্যক্রম

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি: সরকারের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার, নির্বাচনী ইশতেহার, এসডিজি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সপ্তম/অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাজেট কাঠামোর আলোকে অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব সাবিনা আলম অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের সাথে ২৭ জুন, ২০২৪ তারিখে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অনুরূপভাবে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাথে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এ কৌশলের মূল লক্ষ্য হলো শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে প্রণীত কৌশলে শুদ্ধাচারকে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ এবং কোনো সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, প্রথা ও নীতির প্রতি আনুগত্য হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ কৌশলে রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের সাংবিধানিক ও আইনগত স্থায়ী দায়িত্ব; সুতরাং সরকারকে অব্যাহতভাবে এই লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে মর্মে উল্লেখ আছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ মেয়াদের জন্য শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর হতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার পাশাপাশি আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে আসছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রথমবারের মত শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় সম্পাদিত কাজের বিপরীতে নম্বর প্রদান ও সে আলোকে প্রাথমিকভাবে মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১২টি সভা ও ০৫টি প্রশিক্ষণ/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

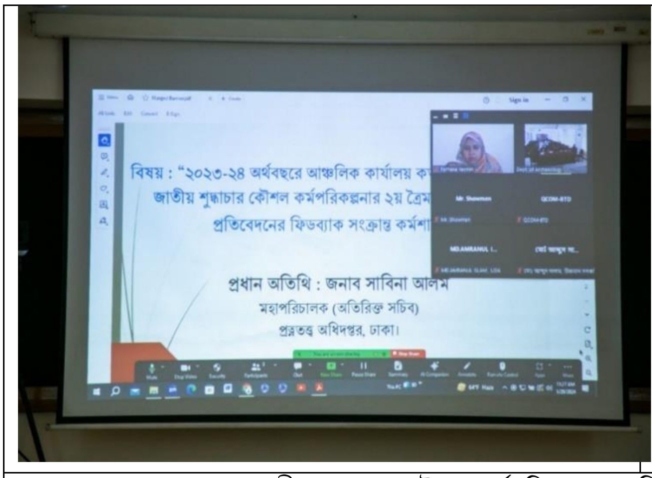

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদনের ফিডব্যাক সংক্রান্ত কর্মশালা

৩০ মে, ২০২৪ তারিখ শুদ্ধাচার বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ অধস্তন দপ্তরসমূহের (মাঠ পর্যায়সহ) বিভিন্ন গ্রেডের মোট ২৫ জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২৩-২৪ প্রদান করা হয়।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) হলো নাগরিক ও সেবাদাতাদের মধ্যে একটি চুক্তি যেখানে সেবা সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও নির্দেশনা বিবৃত থাকে। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। সিটিজেন চার্টার সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) বিষয়ে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে সভা আয়োজন করা হয়। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) আপলোড করা হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে তা হালনাগাদ করা হয়। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে নিজ দপ্তর এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কর্মশালা/প্রশিক্ষণ/সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) বিষয়ে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভা

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, 'সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য'। সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জনসেবা প্রদানকারী দপ্তরসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা। এতদুদ্দেশ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং যে কোনো প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও কার্যকারিতা পরিমাপের অন্যতম সূচক হিসেবে এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। জনগণের নিকট সরকারি দপ্তর সমূহের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন সংহতকরণের মাধ্যমে ভোগান্তিবিহীন জনসেবা নিশ্চিতকরণই অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি, কম সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে ও ভোগান্তিছাড়া সেবাপ্রদান এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে স্বপ্রণোদিতভাবে সেবা প্রদানে এগিয়ে আসার মনোবৃত্তির বিকাশ। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সালে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রবর্তিত জিআরএস ওয়েবসাইট (www.grs.gov.bd) জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। যার মাধ্যমে জনসাধারণ অতি সহজেই তার কাঙ্খিত সেবা না পেলে জিআরএস ওয়েবসাইট ব্যবহার করে অভিযোগ দাখিল করতে পারে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিজ অফিস ও আওতাধীন অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

নিজ অফিস ও আওতাধীন অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক কর্মশালা

উদ্ভাবনী কার্যক্রম: সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নে ইনোভেশন টিমসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

ইনোভেশন টিমের কার্যপরিধি:

(ক) ইনোভেশন টিম কর্তৃক প্রতি ত্রৈমাসিকে অধিদপ্তরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি বিষয়ে ০১টি করে সভা এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

(খ) আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে।

(গ) সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে নূন্যতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করবে।

(ঘ) আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে নূন্যতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজন এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন করবে।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম :

(ক) ইনোভেশন টিম কর্তৃক প্রতি ত্রৈমাসিকে অধিদপ্তরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি বিষয়ে ০১টি করে সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(খ) আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

(গ) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এ সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে অথবা অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশন এর মাধ্যমে একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন এর অংশহিসেবে 'প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বই/ফোল্ডার ও গ্রন্থাগারের পাঠ্যসামগ্রী ই-বুক' সেবা চালু করা হয়েছে এবং অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে তা আপলোড করা হয়েছে।

(ঘ) আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে নূন্যতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজন এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন এর অংশহিসেবে গত ০৮/০৫/২০২৪ তারিখে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হলে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়ের গৃহীত ইনোভেশন/ সেবা সহজিকরণ-এর প্রদর্শনী/শোকেসিং এর আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রদর্শনী/শোকেসিং অনুষ্ঠানে নির্বাচিত বিচারক প্যানেলের সদস্যবৃন্দের মূল্যায়নের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ, কুমিল্লা কর্তৃক গৃহীত ময়নামতি জাদুঘরের ডিজিটাল ইনভেন্টরি (Digital inventory of Mainamati Museum) শ্রেষ্ঠ হিসেবে নির্বাচিত হয়।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়ের গৃহীত ইনোভেশন/ সেবা সহজিকরণ-এর প্রদর্শনী/শোকেসিং অনুষ্ঠান	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়ের গৃহীত ইনোভেশন/ সেবা সহজিকরণ-এর প্রদর্শনী/শোকেসিং অনুষ্ঠানে বিচারক প্যানেল এর সদস্যবৃন্দ

এছাড়াও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সমূহের গৃহীত ইনোভেশন/সেবাসহজীকরণ এর প্রদর্শনী/শোকেসিং অনুষ্ঠানে বিচারক প্যানেলের সদস্যবৃন্দের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

তথ্য অধিকার: সরকারি অফিসসমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালী করার নিমিত্ত এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় তথ্য অধিকার বিষয়ে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বর্ণিত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

পদ সৃজন: রংপুর জেলার আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের জন্য রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে **১২**টি পদ সৃজিত হয়েছে। মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলার আমঝুপি নীলকুঠি ভবনের জন্য রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে ০৪টি পদ সৃজিত হয়েছে। এছাড়াও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিদপ্তরে ৬২জন ওয়ার্কচার্জ কর্মচারীর নিয়োগ নিয়মিত সংস্থাপনে আনয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পেনশন প্রদান: অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ০৮ জনসহ অধীনস্ত ০৪টি বিভাগীয় আঞ্চলিক কার্যালয়ের(ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ- ০৬ জন, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ-০৪ জন, খুলনা বিভাগ-০২ জন, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ ৫ জন) বিভিন্ন গ্রেডের মোট ২৫ জন কর্মচারীকে পেনশন প্রদান করা হয়েছে।

জনবল নিয়োগ: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ১৩-১৬ তম গ্রেডের ১৮ ক্যাটাগরির মোট ৪৮টি শূন্য পদ পূরণের নিমিত্ত বিগত ১২-০৬-২০২৪ তারিখ প্রার্থীদের চূড়ান্তভাবে নির্বাচনপূর্বক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পূরণকৃত পদ ও শূন্যপদের তথ্য:

অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
৪৯৯	৩৬৭	১৩২

রাজস্ব আয়: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্নস্থল ও জাদুঘরে আগত দেশী দর্শনার্থীর সংখ্যা ৫৪,৪৭,০৫০ জন, বিদেশী দর্শনার্থীর সংখ্যা-২৪,৮৯৩ জন এবং এখাতে রাজস্ব আয়-১০,৪৪,৮৮,৬৭৮/-(দশ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ আটাশি হাজার ছয়শত আটাত্তর টাকা)।

আয়-ব্যয়: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মোট রাজস্ব আয়-**১২,১৭,১০,৮৯১/-** (বারো কোটি সতেরো লক্ষ দশ হাজার আটশত একানব্বই টাকা) এবং ব্যয়-৬০,৫১,৫৯,০০০/-(ষাট কোটি একান্ন লক্ষ উনষাট হাজার টাকা)

বাৎসরিক বাজেট:

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্র:	অফিসসমূহ	বাজেট ২০২৩-২০২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	প্রকৃত ব্যয় ২০২৩-২০২৪	অব্যয়িত ২০২৩-২০২৪	শতকরা ব্যয়ের হার	মন্তব্য
০১.	প্রধান কার্যালয়	২২,৬৭,০০	২২,২৩,২৫	২১,০৪,৩২	১,১৮,৯৩	৯৪.৬৫	
০২.	আঞ্চলিক অফিসসমূহ	৪৬,৯৪,০০	৩১,২৫,২০	২৯,৬৯,৬৪	১,৫৫,৫৬	৯৫.০২	
০৩.	জাদুঘরসমূহ	১১,২৯,০০	১১,২৪,৯৪	৯,৭৭,৬৩	১,৪৭,৩১	৮৬.৯০	
	সর্বমোট=	৮০,৯০,০০	৬৪,৭৩,৩৯	৬০,৫১,৫৯	৪,২১,৮০	৯৩.৪৮	

খ) প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম

১) অনুসন্ধানমূলক জরিপ

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল ও ইটনা উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। এ জরিপ ও অনুসন্ধানকালে কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল ও ইটনা উপজেলায় তালজাঙ্গা জমিদার বাড়ি, গিরিশ পালের বাড়ি, দামিহা ঈশান চৌধুরী বাড়ি, নিবারণ দেবনাথ বাড়ি, আনন্দমোহন বসুর বাড়ি, গুরুদয়ালের বাড়ি, মহেশ চন্দ্র রায় জমিদার বাড়ি, শাহী মসজিদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থল চিহ্নিত করা হয়েছে। নভেম্বর/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে জানুয়ারি/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরিপ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাড়াইল উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকৃত প্রত্নস্থলের সংখ্যা ২৬টি এবং ইটনা উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকৃত প্রত্নস্থলের সংখ্যা ৩১টি। এছাড়া উক্ত জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনাকালে বেশ কিছু প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করা হয়েছে।

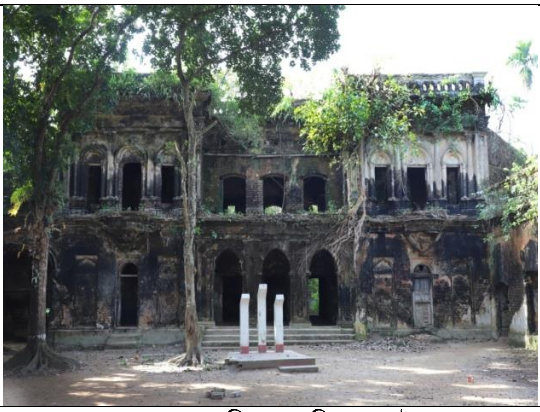	
তালজাঙ্গা জমিদার বাড়ি, তাড়াইল	গিরিশ পালের বাড়ি, তাড়াইল
দামিহা ঈশান চৌধুরী বাড়ি, তাড়াইল	নিবারণ দেবনাথের বাড়ি, তাড়াইল

আনন্দমোহন বসুর বাড়ি, ইটনা	গুরদয়ালের বাড়ি, ইটনা
	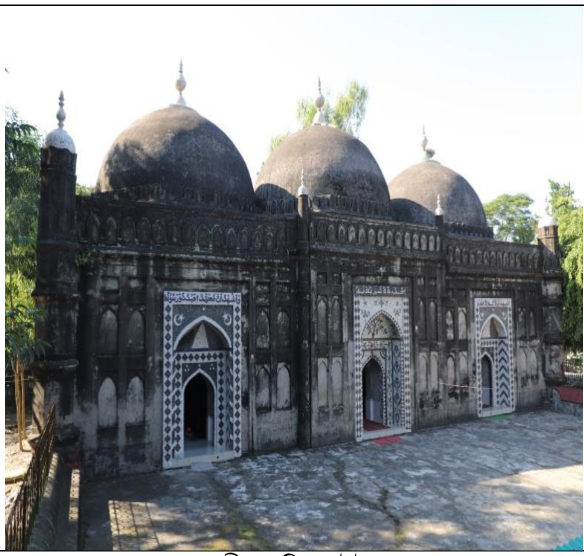
মহেশ চন্দ্র রায় জমিদার বাড়ি, ইটনা	শাহী মসজিদ, ইটনা

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক দপ্তর কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল, কালাই ও পাঁচবিবি উপজেলায় জরিপ কাজ সম্পাদন করা হয়। তন্মধ্যে ক্ষেতলাল উপজেলায় ১৫৫টি গ্রামে ৪০টি প্রত্নস্থল, কালাই উপজেলায় ১৪৮টি গ্রামে ৪২টি প্রত্নস্থল এবং পাঁচবিবি উপজেলায় ২২২টি মৌজায় ৫৯ টি প্রত্নস্থল পাওয়া যায়। সকল উপজেলায় মসজিদ, মন্দির, মঠ, দরগা, প্রাচীন ঢিবিসহ নানা ধরনের প্রত্নস্থল পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রত্নস্থলসমূহের মধ্যে বেশকিছু প্রত্নতাত্ত্বিক ঢিবি রয়েছে। যা খননের মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা সম্ভব হবে। পাঁচবিবি উপজেলায় প্রাচীন নিদর্শনাদির মধ্যে রয়েছে নিমাই পীরের মাজার, সভ্যতার লীলাভূমি পাথরঘাটা, লকমা রাজবাড়ি ইত্যাদি কালাই উপজেলার প্রাচীন নিদর্শনগুলোর মধ্যে নন্দাইল দিঘি, বলিগ্রাম রাজবাড়ি, ধাপ কালাই দ্বীপ ঢিবি ও ক্ষেতলাল উপজেলায় প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদগুলোর মধ্যে হিন্দা মসজিদ, আছরাঙ্গা বিল, আলিপুর ঈদগাহ, মির্জাপুর ঢিবি, শাখারঞ্জ চৌধুরী বাড়ি উল্লেখযোগ্য।

বালাইট দরগাহ, কালাই,জয়পুরহাট

কাদিরপুর প্রাচীন দরগাহ, কালাই,জয়পুরহাট

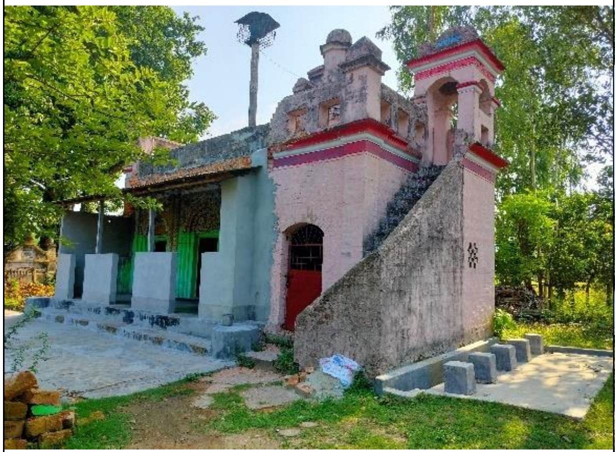

কাজীপাড়া মসজিদ ,ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট

আছরাঙ্গা দিঘী, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট

হাটখোলা মাঠ, ক্ষেতলাল,জয়পুরহাট

মৈনম ঢিবি, ক্ষেতলাল,জয়পুরহাট

ধাপ কালাই দ্বীপ (ঢিবি),কালাই, জয়পুরহাট	সুরাইল দরগা,কালাই,জয়পুরহাট

খুলনা ও বরিশাল বিভাগ : আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় খুলনা ও বরিশাল বিভাগ,খুলনার ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম ২২ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ থেকে শুরু হয়। বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট এবং মোল্লাহাট উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কাজের শুরুতেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ জনসাধারণের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাচীন স্থাপত্য কাঠামো.ঢিবি,বসতি,রাস্তা ইত্যাদির নথিভুক্তকরণ করা হয়েছে। উল্লিখিত দুটি উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রাথমিকভাবে ১০টি ক্যাটাগরিতে ৬২টি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও প্রত্নস্থলকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তালিকাভুক্ত ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে:

১. প্রত্নতাত্ত্বিক ঢিবি ২. মসজিদ ৩. মন্দির ৪.পুরাতন পাঠাগার ভবন ৫. ঈদগাহ ৬.হিতৈষী ব্যাংক ৭.আবাসিক স্থাপনা ৮. জমিদার বাড়ি ৯. নীলকুঠি ১০. দাতব্য চিকিৎসালয় ১১. প্রাচীন জলাশয় ও দিঘি। মাঠ গবেষণা কর্মের মাধ্যমে আবিষ্কৃত উল্লিখিত নিদর্শনের ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ অনুসন্ধান,স্থাপনা ও নিদর্শনের রেখাচিত্র গ্রহণ,আলোকচিত্র ধারণ ,ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ, নিদর্শন সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

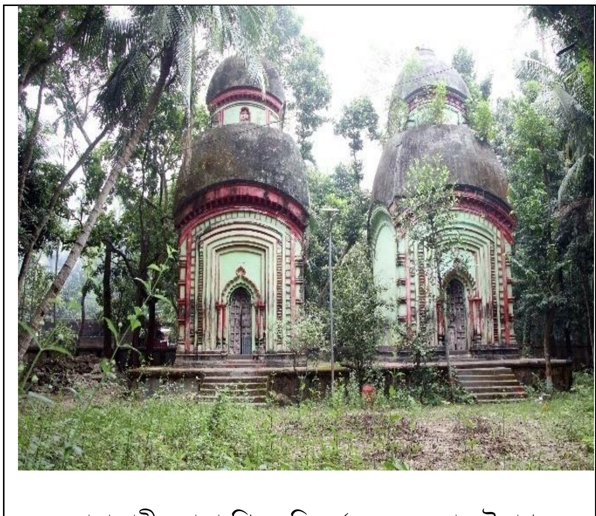	
দোহাজারী জোড়া শিব মন্দির (৬ নং বলধা মৌভাগ ইউনিয়ন, ফকিরহাট)	ভূপেন রায় জমিদার বাড়ি (৭ নং মূলঘর ইউনিয়ন, ফকিরহাট)

ওহেদ মোল্লার বাড়ি (০৭ নং আটঝুড়ি ইউনিয়ন, মোল্লাহাট)

মজলিস খাঁ দিঘি (০১ নং বেতাগী ইউনিয়ন, ফকিরহাট)

চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার, মুরাদনগর, ব্রাহ্মণপাড়া, চৌদ্দগ্রাম ও লালমাই উপজেলাতে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করা হয়। উল্লিখিত পাঁচটি উপজেলায় ২টি পৌরসভা ও ৬৭টি ইউনিয়নে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রাথমিকভাবে ৯টি ক্যাটাগরিতে ২০৮টি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও প্রত্নস্থলকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তালিকাভুক্ত ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে (১) প্রত্নতাত্ত্বিক ঢিবি (২) মসজিদ (৩) মন্দির (৪) মঠ (৫) সমাধিসৌধ (৬) আবাসিক স্থাপনা (৭) জমিদার বাড়ি (৮) কাছারিবাড়ি (৯) প্রাচীন জলাশয় ও দিঘি। গবেষণাকর্মের মাধ্যমে আবিষ্কৃত উল্লিখিত নিদর্শনাদির ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ অনুসন্ধান, স্থাপনা ও নিদর্শনের রেখাচিত্র গ্রহণ, আলোকচিত্র ধারণ, ভূমি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, নিদর্শন সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

মুরাদনগর উপজেলার কামাল্লা ইউনিয়নের কামাল্লা গ্রামে অবস্থিত রামকান্ত সাহা জমিদার বাড়ি ও দুর্গা মন্দির

মুরাদনগর উপজেলার নবীপুর ইউনিয়নের চৌধুরী কান্দি গ্রামে অবস্থিত চৌধুরী কান্দি ভূঁইয়া বাড়ি জামে মসজিদ

দেবিদ্বার উপজেলার রাজামেহার ইউনিয়নের চুলাশ গ্রামে অবস্থিত চাঁনগাজী ভূঁইয়া বাড়ি তিন গম্বুজ মসজিদ

দেবিদ্বার উপজেলার এলাহাবাদ ইউনিয়নের উটখাড়া গ্রামে অবস্থিত উটখাড়া মাজার

২) প্রত্নতাত্ত্বিক খনন

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ : গত ২৮ মে ২০২৪ তারিখ থেকে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন টিমের অংশগ্রহণে ঢাকা জেলার দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার নাজিমুদ্দিন রোডের পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগার (ওয়ার্কসপ জোন) প্রত্নতাত্ত্বিক খনন শুরু হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব বিবেচনায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননের জন্য ওয়ার্কসপ জোনটিকে বেছে নেওয়া হয়। ৩০ জুন পর্যন্ত উৎখনন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে একটি আয়তাকার স্থাপত্য কাঠামো বা বৃহৎ কক্ষ (পূর্ব পশ্চিমে ১৪.১০ মিটার উত্তর দক্ষিণে ৭ মিটার) ও এর নিচে আরো একটি দেয়াল (পূর্ববর্তী সময়ের) উন্মোচিত হয়েছে । উন্মোচিত হয়েছে এই স্থাপত্য কাঠমোসমূহের সাথে বিভিন্ন সময়ে নির্মিত, পুনর্নির্মিত, সংযোজিত, বিয়োজিত, পুন:ব্যবহৃত দেয়াল, মেঝে, চৌবাচ্চা, পানি নিষ্কাশনের নালা, সোলিং। উন্মোচিত হয়েছে অসংখ্য পোস্ট হোল আকৃতির গর্ত ও অন্যান্য বিভিন্ন কাজের জন্য কাটা গর্ত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে বিভিন্ন ধরণের মৃৎপাত্র যেমন হাড়ি, কলস,বাটি, থালা, বদনা, বাটি কড়াই, প্রদীপদানী প্রভৃতির বডি, কান্দা, নলসহ বিভিন্ন ভাঙা অংশ, মৃৎপাত্র পোড়ামাটির খেলনা ও মূর্তির ভগ্নাংশ, পোরসেলিন ওয়্যার, গ্লেইজড ওয়্যার, বিভিন্ন আকারের ইট, লৌহ নিদর্শন, পোড়ামাটির বল, টালি , চুনাপাথর, বেলেপাথর, কড়ি, ঝিনুক, তামার তৈরি ঝুনঝুনি, কাঁচের চুড়ি, সামান্য পরিমাণ সম্ভবত স্বর্ণের কানের গহনার সামান্য অংশ, প্রাণীর হাড় প্রভৃতি পাওয়া গেছে, যার বিশ্লেষণ থেকে প্রত্নস্থলটি সম্পর্কে আরো নতুন নতুন ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব হবে। প্রাপ্ত স্থাপনা ও প্রত্নবস্তু থেকে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের সময়কাল মুসলিম শাসনের সময়কাল হতে পূর্বের এবং বর্তমান সময়কাল অবধি চলমান।

পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারে (ওয়ার্কসপ জোন) A/3, B/3 নম্বর বর্গের আলোকচিত্র (পশ্চিম দিক থেকে ধারণকৃত)

পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারে (ওয়ার্কসপ জোন) প্রত্নতাত্ত্বিক খননক্ষেত্রের আলোকচিত্র (দক্ষিণ দিক থেকে ধারণকৃত)

উৎখননে প্রাপ্ত গ্লেইজড ওয়্যারের ভাঙা টুকরা

উৎখননে প্রাপ্ত পোরসেলিনের ভাঙা টুকরা

উৎখননে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মাথা

উৎখননে প্রাপ্ত পোড়ামাটির হাতি

উৎখননে প্রাপ্ত ধূসর মৃৎপাত্রের টুকরা

উৎখননে প্রাপ্ত মাটির প্রদীপদানি

উৎখননে প্রাপ্ত নিদর্শন

উৎখননে প্রাপ্ত নিদর্শন

উৎখননে প্রাপ্ত নিদর্শন	উৎখননে প্রাপ্ত নিদর্শন

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলাস্থ ‘বিরাট রাজার ঢিবি’ প্রত্নস্থানে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন দল গত ১৭-১২-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ হতে উৎখনন কাজ আরম্ভ করে। উৎখনন ও গবেষণা কাজটি ২৬-০৫-২০২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিকভাবে সমাপ্ত করা হয়। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক প্রথমবারের মতো বিরাট রাজার ঢিবি প্রত্নস্থানে উৎখনন ও গবেষণার ফলে ঢিবির অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা প্রায় ৫৪.০০ মিটার× ৪১.২৫ মিটার পরিমাপের প্রাচীন একটি স্থাপত্য কাঠামোর ধ্বংসাবশেষের আংশিক উন্মোচিত হয়েছে। উৎখনন ও গবেষণায় দুটি নির্মাণ পর্যায়ের নিদর্শন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। এসব নির্মাণ পর্যায়ের স্থাপত্য কাঠামোর দেয়াল, কালো পাথরের স্তম্ভের ভিত্তিভাগ, কালো পাথরের দরজার চৌকাঠ, ইটের কণা ও চুন-সুরকি মিশ্রিত মেঝে উন্মোচিত হয়েছে। স্থাপত্য কাঠামোর পাশাপাশি প্রত্নবস্তু হিসেবে অলংকৃত কালো পাথরের অংশ, পাথরের নোড়া, পাথরের পেষণযন্ত্রের ভগ্নাংশ, মরিচাযুক্ত লোহার পেরেক, পোড়ামাটির ফলকচিত্র, পোড়ামাটির অলংকৃত বল, অলংকৃত ইট পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়েছে। মৃৎপাত্রের অংশগুলি গৃহস্থালী তৈজস পত্রের অংশ বিশেষ যেমনঃ হাড়ি, কলস, থালা, বাটি, তৈল প্রদীপ, ছোট পাত্র ইত্যাদি। প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু এবং উন্মোচিত স্থাপত্য কাঠামোর গবেষণার আলোকে প্রাথমিকভাবে এই প্রত্ননিদর্শনসমূহ আনুমানিক ১০-১১ শতকের বলে ধারণা করা হয়। ঢিবির পূর্ণাঙ্গ উৎখনন সম্পন্ন হলে প্রাচীন বাংলার হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান করা সম্ভব হবে।

প্রত্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে উন্মোচিত বহুভাঁজ বিশিষ্ট বেষ্টনী প্রাচীরের একাংশ (উত্তর-পূর্ব দিক থেকে ধারণকৃত)	প্রত্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে উন্মোচিত বহুভাঁজ বিশিষ্ট বেষ্টনী প্রাচীরের একাংশ (দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ধারণকৃত)

প্রত্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে উন্মোচিত পাথর, স্থাপত্য কাঠামো ও মেঝের দৃশ্য (পূর্ব দিক থেকে ধারণকৃত)

বিরাট রাজার ঢিবি উৎখননে প্রাপ্ত অবকাঠামো

বিরাট রাজার ঢিবিতে উৎখননে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক

বিরাট রাজার ঢিবিতে উৎখননে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকচিত্রের ভগ্নাংশ

বিরাট রাজার ঢিবিতে উৎখননে প্রাপ্ত পোড়ামাটির অলংকৃত ইট

বিরাট রাজার ঢিবিতে উৎখননে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক

বিরাট রাজার ঢিবিতে উৎখননে প্রাপ্ত অলংকৃত ইটের ভগ্নাংশ

বিরাট রাজার ঢিবিতে উৎখননে প্রাপ্ত অলংকৃত কালো পাথরের ভগ্নাংশ

উৎখননে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের তৈরি নলযুক্ত ছোট পাত্র

উৎখননে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের তৈরি ছোট বাটি

খুলনা ও বরিশাল বিভাগ : খুলনা বিভাগের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলাধীন খেদাপাড়া গ্রামের ধনপোতা ঢিবিতে ০৩/১২/২০২৩ তারিখে উৎখনন করা হয়। উৎখননে অল্প পরিমান প্রত্নবস্তু পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর সিংহভাগই টেবিলওয়্যার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্ধারকৃত বিভিন্ন প্রত্নবস্তুর মধ্যে রয়েছে লোহার পেরেক, অলংকৃত ইট, পোড়ামাটির গুটিকা, প্রস্তর নির্মিত মূর্তির হাতের আঙ্গুল, হাড়-হাড্ডি, কড়ি, তৈল প্রদীপ, সৌখিন চুনপাত্র, কালির দোয়াত এবং উল্লেখযোগ্য মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত স্থাপত্য কাঠামোর আঙ্গিকগত বিশ্লেষণে এটি প্রতীয়মান হয় যে, স্থাপনাটি খুব সম্ভবত ধর্মীয় স্থাপনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে খেদাপাড়া ঢিবিতে প্রাপ্ত স্থাপনাকে জৈন স্থাপত্যিক কাঠামো বলে মনে হয়েছিল কিন্তু খননে মাটির সাংস্কৃতিক স্তর ৩ থেকে বেলে পাথরের বিশেষ মুদ্রা সম্বলিত হাতের আঙ্গুল উন্মোচিত হয়। জৈন ধর্মে দেবতাগণের মূর্তি তৈরির ক্ষেত্রে কায়োৎসর্গ,পরাঙ্কাসন, অর্ধপরাঙ্কসন, যোগমুদ্রা ঠাম বজায় রেখে মূর্তি গড়া হতো। সেক্ষেত্রে কায়োৎসর্গ ঠামে দেহ সটান রেখে হাত দুটি দেহ বরাবর ঝোলানো থাকে। পরাঙ্কাসন ও অর্ধপরাঙ্কাসনে হাটুর উপর ভর করে আর এক পা এলিয়ে বসে দৃষ্টি নাক বরাবর নিবদ্ধ রাখা। যোগমুদ্রায় হাত দুটি পেটের নিচে এক হাতের তালু অপর হাতের তালুর উপর রেখে বসা। সুতরাং বিশেষ মুদ্রা সংবলিত এই হাতের আঙ্গুল কোনো জৈন মূর্তির নয় তা নিশ্চিত করে বলা যায়। তাই, এ স্থাপনা কোনো জৈন ধর্মীয় স্থাপনা নয় আপাতত এটা বলা যায়। উন্মোচিত এ স্থাপনার সাথে ময়নামতির চারপত্রমূড়ার কাঠামোগত নিকট সাদৃশ্য রয়েছে। চারপত্রমুড়ার সময়কাল সপ্তম থেকে অষ্টম শতক ধরা হয়। এছাড়াও ২০১৬ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. স্বাধীন সেনের তত্ত্বাবধানে দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার ডাবর ইউনিয়নের মাধবগাঁওয়ে প্রত্নস্থান খনন করে দশম থেকে একাদশ শতক সময়কালের যে বিষ্ণু মন্দির উন্মোচিত হয়েছিল তার সাথেও খেদাপাড়ার ধনপোতা ঢিবিতে উন্মোচিত স্থাপনার সাদৃশ্য রয়েছে।

উৎখননে উন্মোচিত স্থাপত্য কাঠামো

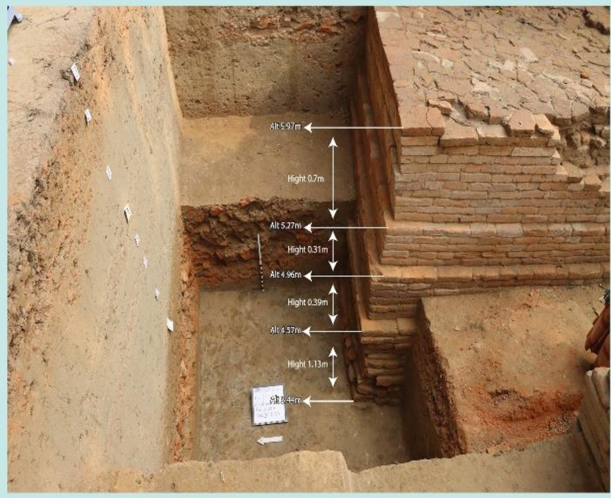

উৎখননে উন্মোচিত স্থাপত্য কাঠামো

উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

উৎখননে প্রাপ্ত অলংকৃত ইট

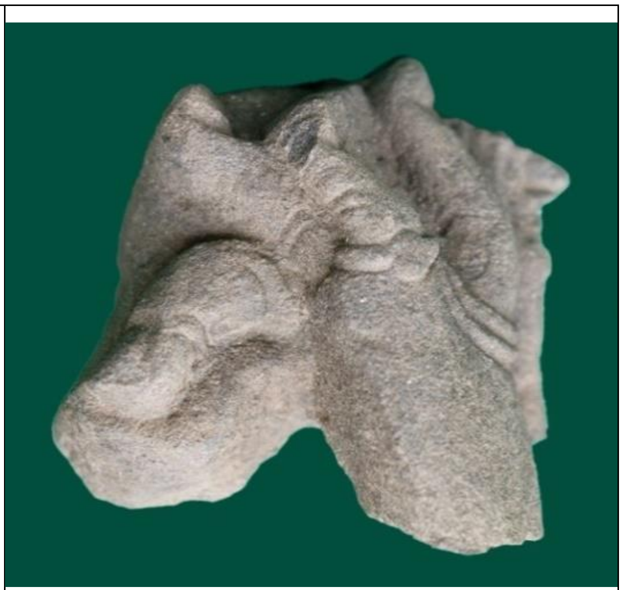

উৎখননে প্রাপ্ত কালো পাথরের তৈরি মূর্তির হাতের ভগ্নাংশ

চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয়ের উদ্যোগে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার বড় উঠান ইউনিয়নের বিশ্ব মুড়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও অনুসন্ধান কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। বিশ্বমুড়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার ফলে দেয়ালের স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ এবং বিভিন্ন নমুনা ও অলংকৃত ইটসহ প্রত্নবস্তু উন্মোচিত হয়েছে।

চট্টগ্রামের বিশ্ব মুড়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত স্থাপত্যিক কাঠামো

চট্টগ্রামের বিশ্ব মুড়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত স্থাপত্যিক কাঠামো

চট্টগ্রামের বিশ্ব মুড়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত কলসের কান্দার টুকরা	চট্টগ্রামের বিশ্ব মুড়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননে ঢাকনার হাতল

প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা

প্রত্নবস্তু গ্রহণ : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আইনশৃংঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক প্রেরিত ৩৮টি আলামত প্রত্নবস্তু কি না শনাক্তকরণের জন্য অধিদপ্তরের প্রেরণ করে। উক্ত আলামতগুলো অধিদপ্তরের প্রত্নসম্পদ শাখা গ্রহণ করে এবং সেবা সহজীকরণ প্রসেস ম্যাপ অনুযায়ী পরীক্ষা শেষে প্রত্নসম্পদ শনাক্তকরণ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মতামত প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, উক্ত ৩৮টি আলামতের মধ্যে **১১**টি আলামত প্রত্নবস্তু, ২৭টি আলামত প্রত্নবস্তু নয় মর্মে শনাক্ত করা হয়।

আলামত হস্তান্তর: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আইনশৃংঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী নিকট থেকে শনাক্তকরণের জন্য গৃহীত ৩৮টি আলামতের মধ্যে থেকে ৬টি আলামত মামলা পরিচালনার স্বার্থে সেবা গ্রহীতা সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশ ০৪টি আলামত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের স্থায়ী স্টোরে জমা রয়েছে এবং ২৮টি আলামতের বিষয়ে নির্দেশনা না থাকায় অস্থায়ী স্টোরে জমা রয়েছে। অস্থায়ীভাবে জমাকৃত আলামতগুলো মামলার কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার চাহিদা মোতাবেক হস্তান্তর যোগ্য।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট থেকে প্রত্নসম্পদ গ্রহণ

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট প্রত্নসম্পদ হস্তান্তর

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের রাজশাহী ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় ও নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরসমূহে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিভিন্ন ধরনের প্রত্নসম্পদ উদ্ধার ও গ্রহণ করা হয়।

ঠাকুরগাঁও ব্যাটালিয়ন (৫০ বিজিবি), ঠাকুরগাঁও কর্তৃক উদ্ধারকৃত ১৭ (সতেরো) টি বেলে পাথর গ্রহণ করেন কান্তনগর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের এসিসট্যান্ট কাস্টোডিয়ান

নওগাঁ সদর থানা হতে কালো পাথরের মূর্তি গ্রহণ করছেন
কাস্টোডিয়ান, পাহাড়পুর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর

খুলনা ও বরিশাল বিভাগ : একটি কালো পাথরের শিবলিঙ্গ যার উচ্চতা ২০ ইঞ্চি ব্যাসার্ধ ৩৬ ইঞ্চি এবং সামনের দিকের বর্ধিত অংশের পরিমাপ ৬.৫ ইঞ্চি। খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর, খুলনার লোকজ ঐতিহ্যের অস্থায়ী নিদর্শন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যার এক্সেশন নম্বর FH-৮৪।

সিএস,এই সাইফুল্লা গণি, মালখানা সদর কোর্ট বাগেরহাট থেকে প্রাপ্ত একটি কথিত কালো পাথরের রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি যার উচ্চতা ১৬ সে.মি, প্রস্থ ৯ সে.মি.এবং ওজন আনুমানিক ৬০০ গ্রাম। মূর্তিটির চোখ,নাক,মুখ অস্পষ্ট। খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর খুলনার লোকজ ঐতিহ্যের অস্থায়ী নিদর্শন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যার এক্সেশন নম্বর FH-85|

সিএস,এই সাইফুল্লা গণি, মালখানা সদর কোর্ট বাগেরহাট থেকে প্রাপ্ত একটি কালো পাথরের বাটি যার ডায়া ১৫ সে.মি. এবং উচ্চতা ৫ সে.মি.। খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর খুলনার লোকজ ঐতিহ্যের অস্থায়ী নিদর্শন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যার এক্সেশন নম্বর FH-86

কালো পাথরের শিবলিঙ্গ	রাধা-কৃষ্ণ মূর্তি
কালো পাথরের বাটি	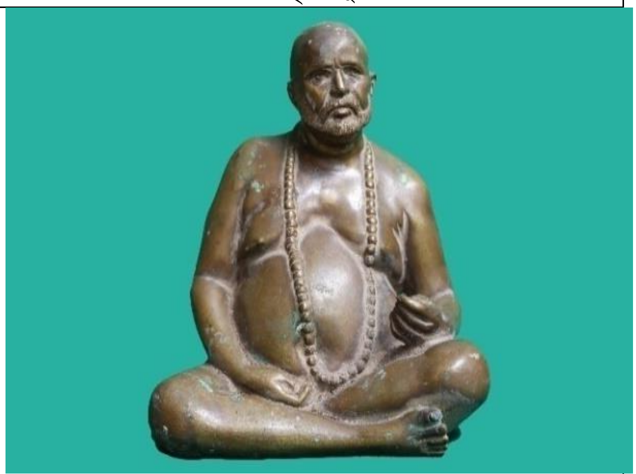 ধাতব পিতল এর বামাক্ষেপা মূর্তি

প্রত্নসম্পদ ঘোষণা

(গেজেট প্রকাশ)

প্রত্নসম্পদ ঘোষণা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ১০টি পুরাকীর্তি সংরক্ষণের গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। এসব পুরাকীর্তি সমূহের মধ্যে রয়েছে-কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার রঘুনাথ ভবন, ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার বজ্র নিকেতন, ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার হরিপুর জমিদার বাড়ি, যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ডালিঝাড়া বৌদ্ধ বিহার মন্দির কমপ্লেক্স, গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার ব্যবসায়ী সচ্চিদানন্দ কর্তৃক নির্মিত হরিনাহাটি প্রাচীন বাড়ি, শরীয়তপুর জেলার সদর উপজেলার কালী মন্দির ও আবাসিক টোল, বরিশাল জেলার সদর উপজেলার লাকুটিয়া জমিদার বাড়ি,কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলার পাঁচথুবী মন্থের (মহন্তের) মুড়া এবং কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী আনন্দ মোহন বসুর বাড়ি।

হরিনাহাটি প্রাচীন বাড়ি, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ

আনন্দ মোহন বসুর বাড়ি, ইটনা, কিশোরগঞ্জ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/১৮ মে ২০২৩

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.১৬.১৩৮.২২-১৭৫—১৯৬৮ ইং সালের (১৪ নং আইন) (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) পুরাকীর্তি আইনের ১০ নং ধারার (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ "সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ" বলিয়া ঘোষণা করা হইল :

ক্রমিক	প্রত্নসম্পদের অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দী	মালিকানা	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজা	খতিয়ান নং	দাগ নং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	'রঘুনাথ ভবন' গ্রাম : মির্জাপুর ইউনিয়ন : ৩নং চরফরাদী উপজেলা/থানা : পাকুন্দিয়া জেলা : কিশোরগঞ্জ	মির্জাপুর	এস এ খতিয়ান নম্বর-১৫০, ৩৫৫ ও ৫১৮ আর এস খতিয়ান নম্বর-৬২৮	এস এ দাগ নম্বর- ২৯২, ২৯৩, ২৯৪ ও ২৯৫ আর এস দাগ নম্বর- ৩৩৬ ৩৩৭ ৬৭৪ ৩৩৮ ১৬৮১	০.৩৯ ০.৮৬ ০.০২ ০.১০	পূর্ব : মাইনুদ্দিন পশ্চিম : উচ্চ বিদ্যালয় উত্তর : গৌরাঙ্গ মদক দক্ষিণ : রাস্তা ও ডা: সামসু	এসএ রেকর্ডীয় মালিক-জমিদার রায় মোহন সাহা রায় এর উত্তরাধিকার শশীমোহন সাহা রায়, বদনা প্রসাদ সাহা রায়, শীব শঙ্কর সাহা রায় ও রবীন্দ্র মোহন সাহা রায়গণের নামে আর এস রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে।	আর এস রেকর্ডীয় মালিকের সকল ওয়ারিশগণ সম্মত রয়েছেন।	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রাজীব কুমার সরকার
উপসচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ শ্রাবণ ১৪৩০/২৪ জুলাই ২০২৩

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৫১.২২-৩০৯—১৯৬৮ ইং সালের (১৪ নং আইন) (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) পুরাকীর্তি আইনের ১০ নং ধারার (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ "সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ" বলিয়া ঘোষণা করা হইল:

ক্রমিক	প্রত্নসম্পদের অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দী	মালিকানা	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজা	খতিয়ান নং	দাগ নং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	কালী মন্দির গ্রাম: পূর্ব ধনুক ডাকঘর: শরীয়তপুর-৮০০০ পৌরসভা: শরীয়তপুর উপজেলা: শরীয়তপুর সদর জেলা: শরীয়তপুর।	৮০ নং ধনুকা	১৯	১১৭৮ ১১৮০ ১১৮১	০.২১০০ ০.০১০০ ০.০১০০ ০.২৩০০	পূর্ব: শ্যামাপদ চক্রবর্তী পশ্চিম: শ্যামাপদ চক্রবর্তী উত্তর: আ: লতিফ ঢালি দক্ষিণ: শ্যামাপদ চক্রবর্তী	শ্রী শ্রী বিগ্রহ ঠাকুর দেবত্তর পক্ষে সেবাইত শ্যামাপদ চক্রবর্তী সাং-নিজ	হ্যাঁ	-
২.	আবাসিক টোল গ্রাম: পূর্ব ধনুক ডাকঘর: শরীয়তপুর-৮০০০ পৌরসভা: শরীয়তপুর উপজেলা: শরীয়তপুর সদর জেলা: শরীয়তপুর।	৮০ নং ধনুকা	৬০৯	১১৪৯	০.০৮০০	পূর্ব: শ্যামাপদ চক্রবর্তী পশ্চিম: শ্যামাপদ চক্রবর্তী উত্তর: শ্যামপদ চক্রবর্তী দক্ষিণ: শরীফ এ.এক সামসুদ্দীন	শ্যামাপদ চক্রবর্তী পিং-কালীপদ চক্রবর্তী সাং-নিজ	হ্যাঁ	-

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রাজীব কুমার সরকার
উপসচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ আষাঢ় ১৪৩০/১২ জুলাই ২০২৩

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৫১.২২-২৮৯—১৯৬৮ সালের (সংশোধিত-১৯৭৬) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ ধারা (১) উপধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করা হলো।

ক্র: নং	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একর)	চৌহদ্দী	মালিকানার পূর্ণ বিবরণ	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজার নাম	খতিয়ান নং (আর এস)	দাগ নং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	পাঁচথুবীর মন্তের (মহন্তের মুড়া) গ্রাম : ইটাল্লা ইউনিয়ন : পাঁচথুবী উপজেলা : আদর্শ সদর থানা : আদর্শ সদর জেলা : কুমিল্লা	ইটাল্লা	৬	৪৭১	০.৯৮০০	উত্তরে-৪৩২ দাগে রাস্তা দক্ষিণে-দুলাল মিয়া সর্দার গং পূর্বে-সাহেদ মিয়া গং পশ্চিমে-হাসপাতাল	সিরসিংহ দেবতা বিগ্রহের পক্ষে সেবায়েত শ্রী শশী মোহন দেবনাথ পিতা-চন্তীকরুন দেবনাথ, সাং-নিজ	হ্যাঁ	পাঁচথুবীর মন্তের মুড়া (মহন্তের মুড়া) সহকারী কমিশনার (ভূমি), আদর্শ সদর সরেজমিন তদন্তক্রমে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে বর্ণিত মুড়ার মাটি খুঁড়ে পুরনো দেয়ালের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এমতাবস্থায়, উক্ত মন্তের মুড়ার তফসিলে বর্ণিত ভূমিকে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রাজীব কুমার সরকার
উপসচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ শ্রাবণ ১৪৩০/৩০ জুলাই ২০২৩

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.২৬.২১৬.১৯-৩২৪—১৯৬৮ সালের (সংশোধিত-১৯৭৬) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ ধারা (১) উপধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসীলভুক্ত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করা হলো।

ক্রমিক	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ একরে	চৌহদ্দি	মালিকানার পূর্ণ বিবরণ	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং আর এস					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	**লাকুটিয়া জমিদার বাড়ি** গ্রাম: সারসী উপজেলা: বরিশাল সদর জেলা: বরিশাল	জে. এল. নং-০৯	বি. এস খতিয়ান নং-০৪	৩০০১,৩০০৩, ৩০০৪,৩০০৫, ৩০০৬,৩০০৭, ৩০০৮,৩০০৯, ৩০১২	২৮.০৯ একর	উত্তর: ইউনিয়ন পরিষদের চলাচলের রাস্তা দক্ষিণে: ঐ পূর্বে: ঐ পশ্চিমে: মালিকানাধীন কৃষি নাল জমি।	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বি.এ.ডি.সি)		জমিদার বাড়ীর চারপাশে সীমানা প্রাচীর
২.	ঐ	জে. এল. নং-০৮ লাকুটিয়া	বি. এস খতিয়ান নং-০৪	৭১১,৭৪৫,৭৪৬ ৭৪৭,৭৪৮,৭৪৯ ৭৫০,৭৫১,৭৫২ ৭৫৩,৭৫৪,৭৫৫ ৭৫৬,৭৫৭,৭৫৮ ৭৫৯,৭৬০,৭৬১ ৭৬২,৭৬৩	৫০.০৯ একর	ঐ	ঐ		ঐ
৩.	ঐ	জে. এল. নং-০৭ নগরপাড়া	বি. এস খতিয়ান নং-০৩	২৩৯, ২৪০, ৫১৫	২১.৩৪ একর	ঐ	ঐ		ঐ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রাজীব কুমার সরকার
উপসচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ আষাঢ় ১৪৩০/০৩ জুলাই ২০২৩

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৫১.২৩(অংশ)-২৭২—১৯৬৮ ইং সালের (১৪ নং আইন) (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) পুরাকীর্তি আইনের ১০ নং ধারার (১) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ "সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ" বলিয়া ঘোষণা করা হইল :

ক্রমিক	প্রত্নসম্পদের অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দী	মালিকানা	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজা	খতিয়ান নং	দাগ নং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	ব্যবসায়ী সচ্চিদানন্দ কর্তৃক নির্মিত হরিণাহাটি প্রাচীন বাড়ি উপজেলা/থানা: কোটালীপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ	৬২ নং মধুর নাগরা	২	১৫৩৫ ১৫৩০ ১৫৪৪	০.০৬ ০.০৬ ০.০১	পূর্বঃ সরকারি রাস্তা পশ্চিমঃ মমিন শেখের বাড়ি উত্তরঃ হরিণাটি উচ্চ বিদ্যালয় দক্ষিণঃ খাল	বিপিন বিহারী ঠাকুর গং পিতা-রামচরণ ঠাকুর জগবন্ধু ঠাকুর গং পিতা-ভবানীচরণ ঠাকুর		তফসিলভুক্ত জমি শচিন্দ্রনন্দ ভট্টাচার্য উচ্চ বিদ্যালয় হরিণাহাটি পক্ষে সেক্রেটারী নামে বি আর এস রেকর্ড হয়েছে।
			৩	১৫৩৬ ১৫৪৪	০.১৯ ০.০৩		বিপিন বিহারী ঠাকুর গং পিতা-রামচরণ ঠাকুর		
			৪	১৫৩৭	০.১৯		দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পিতা-শচিন্দ্রনন্দ ভট্টাচার্য		
			৫	১৫৩৩ ১৫৭০ ১৫৭১ ১৫৮২ ১৫৮৩ ১৫৮৪	০.২২ ০.০৪ ০.০২ ০.১০ ০.২১ ০.৩৭		হেমে চন্দ্র ভট্টাচার্য গং পিতা-রাম চন্দ্র		
			৬	১৫৮৫ ১৪২৯	০.৩০ ০.৬৯				
					২.৪৯				

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রাজীব কুমার সরকার
উপসচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ শ্রাবণ ১৪৩০/২৩ জুলাই ২০২৩

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৯৯.১৯-২৯৭—১৯৬৮ খ্রি: সালের (১৪ নং আইন) (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) পুরাকীর্তি আইনের ১০ নং ধারা (১) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ "সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ" বলিয়া ঘোষণা করা হইল ঃ

ক্রমিক	প্রত্নসম্পদের অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দি	মালিকানা	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজা	খতিয়ান নং	দাগ নং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	জমিদার বাড়ি 'ব্রজ নিকেতন' উপজেলা/থানা : নবাবগঞ্জ জেলা : ঢাকা	হযরতপুর	সি,এস ১৩২ ২৭ ২৪ এস,এ ০৬ ০৪ ৫৬ আর,এস ৭৬	সি,এস ২৭ ২৮ ২৯ এস,এ ২৯ ২৮ ২৭ আর,এস ৩৩ ৩৪ ৩৫	সি,এস ০.৪২ ০.৪২ ০.৭১ এস,এ ০.৭১ ০.৪২ ০.৪২ আর,এস ০.৪২ ০.৪২ ০.৭১	পূর্ব : খন্দকার আব্দুল হাসেম গং পশ্চিম : সরকারী রাস্তা উত্তর : কাশেম গং দক্ষিণ : রাস্তা	সি. এস মালিক কৃষ্ণ গোপাল পিতা মৃত গৌরসুন্দরগোপ সুদর্শন চন্দ্র লাহামালীত চন্দ্র লাহা পিতা মৃত ব্রজ মোহন লাহা সাং নিজ এস.এ মালিক মালিক অমূল্য কুমার রায়, কানাইলাল রায়, হরিচুমন রায়, সর্ব পিতা সুদর্শন রায়, মধুসুদন রায়, পিতা মানিক চন্দ্র রায়, সাং নিজ।	হাঁ	এই ছকে বর্ণিত অর্পিত সম্পত্তি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্পিত সম্পত্তি তালিকাভুক্ত। নবাবগঞ্জ হযরতপুর মৌজায় অর্পিত সম্পত্তির কেস নং ১০০৯/৬৭ ও ৪৬৬/৭৯ এর আওতাধীন এস এ ০৬, ০৪, ৫৬, খতিয়ানের এস এ ২৭, ২৮, ২৯ নং দাগে (০.৭১+০.৪২+০.৪২)=১.৫৫ একর অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে গেজেটভুক্ত। এই ঐতিহাসিক স্থাপনা বিশিষ্ট জমিদার বাড়ি ব্রজ নিকেতন সরকারের পূর্ণ দখল ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে যা প্রত্নতত্ত্ব স্থাপনা সংরক্ষিত

১ম খণ্ড] বাংলাদেশ গেজেট, সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৩ ৬২৫

ক্রমিক	প্রত্নসম্পদের অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দি	মালিকানা	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজা	খতিয়ান নং	দাগ নং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
							আর.এস মালিক, ভাগ্যবতি রায়, স্বামী অমলা কুমার রায়, শান্তমতী রায়, স্বামী হরিকুমার রায়, নিরঞ্জন শরন, কামিনী শরন, নারায়ন চন্দ্র রায়, নির্মল চন্দ্র রায়, পিতা কানাইলাল রায়, মধুসুদন রায়, পিতা মানিক রায়, সাং নিজ।		পুরাকীর্তি হিসাবে ঘোষণা করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রাজীব কুমার সরকার
উপসচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ শ্রাবণ ১৪৩০/২৩ জুলাই ২০২৩

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৯৯.১৯-২৯৭—১৯৬৮ খ্রি: সালের (১৪ নং আইন) (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) পুরাকীর্তি আইনের ১০ নং ধারা (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ "সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ" বলিয়া ঘোষণা করা হইল ঃ

ক্রমিক	প্রত্নসম্পদের অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দি	মালিকানা	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজা	খতিয়ান নং	দাগ নং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	জমিদার বাড়ি 'ব্রজ নিকেতন' উপজেলা/থানা : নবাবগঞ্জ জেলা : ঢাকা	হযরতপুর	সি,এস ১৩২ ২৭ ২৪ এস,এ ০৬ ০৪ ৫৬ আর,এস ৭৬	সি,এস ২৭ ২৮ ২৯ এস,এ ২৯ ২৮ ২৭ আর,এস ৩৩ ৩৪ ৩৫	সি,এস ০.৪২ ০.৪২ ০.৭১ এস,এ ০.৭১ ০.৪২ ০.৪২ আর,এস ০.৪২ ০.৪২ ০.৭১	পূর্ব : বংশধর আবুল হাসেম গং পশ্চিম : সরকারী রাস্তা উত্তর : তাপস গং দক্ষিণ : রাস্তা	সি. এস মালিক কৃষ্ণ গোপ পিতা মৃত গৌরকৃষ্ণগোপ সুদর্শন চন্দ্র সাহাবান্নীক চন্দ্র সাহা পিতা মৃত ব্রজ মোহন সাহা সাং নিজ এস.এ মালিক মালিক অতুল কুমার রায়, কানাইলাল রায়, হরিভূষণ রায়, সর্ব পিতা সুদর্শন রায়, মধুসুদন রায়, পিতা মানিক চন্দ্র রায়, সাং নিজ।	হ্যাঁ	এই স্থানে বর্ণিত অর্পিত সম্পত্তি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্পিত সম্পত্তি তালিকাভুক্ত। নবাবগঞ্জ হযরতপুর মৌজার অর্পিত সম্পত্তির কেস নং ১০০৯/৬৭ ও ৪৬৬/৭৯ এর আওতাধীন এস এ ০৬, ০৪, ৫৬, খতিয়ানের এস এ ২৭, ২৮, ২৯ নং দাগে (০.৭১+০.৪২+০.৪২)=১.৫৫ একর অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে গেজেটভুক্ত। এই ঐতিহাসিক স্থাপনা বিশিষ্ট জমিদার বাড়ি ব্রজ নিকেতন সরকারের পূর্ণ দখল ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে যা প্রত্নতত্ত্ব স্থাপনা সংরক্ষিত

ক্রমিক	প্রত্নসম্পদের অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দি	মালিকানা	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজা	খতিয়ান নং	দাগ নং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
							আর.এস মালিক, অনুমতি রায়, স্বামী অতুল কুমার রায়, শঙ্করদাসী রায়, স্বামী হরিভূষণরায়, বিমল শঙ্কর, কামিনী শঙ্কর, নারায়ন চন্দ্র রায়, নির্মল চন্দ্র রায়, পিতা কানাইলাল রায়, মধুসুদন রায়, পিতা মানিক রায়, সাং নিজ।		পুরাকীর্তি হিসাবে ঘোষণা করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রাজীব কুমার সরকার
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৮ আষাঢ় ১৪৩০/১২ জুলাই ২০২৩

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৫১.২২-২৮৩—১৯৬৮ সালের (সংশোধিত ১৯৭৬) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ ধারা (১) উপধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসীলভূক্ত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করা হলো।

ক্রমিক	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দী	মালিকানার পূর্ণ বিবরণ	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজার নাম	খতিয়ান নং (আর এস)	দাগ নং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	হরিপুর জমিদার বাড়ী গ্রাম: হরিপুর উপজেলা: হরিপুর জেলা: ঠাকুরগাঁও	হরিপুর	০১	৩২৭	৩.৮০ একরের মধ্যে ০.৫০ একর। (বড় তরফ)	উত্তর-কোয়ার্টার (ভূমি অফিস) দক্ষিণে-হরিপুর নতুন বাজার পূর্বে-রাজবাড়ী মন্দির পশ্চিমে-হরিপুর নতুন বাজার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে জেলা প্রশাসক ঠাকুরগাঁও (অর্পিতসো ১৫/০৩-০৪নং মিস কেসে খাস করা হয়েছে	হ্যাঁ	বর্তমানে পুরাতন জমিদার বাড়ীসমূহ পরিত্যক্ত ও অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে।
			০১	৩১৪	০.১৭ একর। (ছোট তরফ)	উত্তর পাকা রাস্তা দক্ষিণে-সহকারী কমিশনার (ভূমি), এর কার্যালয় পূর্বে-হরিপুর নতুন বাজার পশ্চিমে-পাকা রাস্তা		হ্যাঁ	

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৫১.২২-২৮৮—১৯৬৮ সালের (সংশোধিত ১৯৭৬) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ ধারা (১) উপধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসীলভূক্ত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করা হলো।

ক্রমিক	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দী	মালিকানার পূর্ণ বিবরণ	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজার নাম	খতিয়ান নং (আর এস)	দাগ নং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	ভরতভায়না বৌদ্ধ বিহার-মন্দির কমপ্লেক্স। গ্রাম: কাশিমপুর ইউনিয়ন: গৌরীঘোনা উপজেলা: কেশবপুর জেলা: যশোর।	১৪২ নং কাশিমপুর	১/১ ৩৪ ৮২ ৮৬ ২৮৫ ৩১	১৮১ ১৮৬ ১৭৭ ১৮১ ১৮৩ ১৮০ ১৮২ ১৮৮ ১৮৯ ১৭৮ ১৮৪	০.৩১০০ ০.০৮০০ ০.২২০০ ০.৫৪০০ ০.৮০০০ ০.৪৬০০ ০.২১০০ ০.৫২০০ ০.১২০০ ০.১২০০ ০.৮২০০	উত্তর-আসাদ গং দক্ষিণে-আকবর গং পূর্বে-আসাদ গং পশ্চিমে-হাকিম গং	বাংলাদেশ সরকার আকবার আলী মোড়ল, পিং-আয়েন আলী মোড়ল। আব্দুল হাকিম পিং পিং-মজেল আলী আবু হার পিং-আব্দুল লতিফ সরদার মোশারফ হোসেন পিং-আব্দুর রাজ্জাক সাহাজি শরিফুন্নেছা জং-মজেল আলী মোড়ল	উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে জমি হস্তান্তর করতে সম্মত আছে।	

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ পৌষ ১৪৩০/০২ জানুয়ারি ২০২৪

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.১৬.১০৯.২২.১২—১৯৬৮ইং সালের (১৪ নং আইন) (১৯৭৬ সালের সংশোধিত) পুরাকীর্তি আইনের ১০ নং ধারার (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসীলভুক্ত প্রত্নসম্পদ "সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ" বলিয়া ঘোষণা করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমান (একরে)	চৌহদ্দী	মালিকানার	প্রত্নতত্ত্ব অদিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজার	খতিয়ান নং (এস.এ)	দাগ নং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	এতিহ্যবাহী "আনন্দ মোহন বসুর বাড়ি" ইউনিয়ন: জয়সিদ্ধি উপজেলা/ থানা: ইটনা জেলা: কিশোরগঞ্জ	জয়সিদ্ধি	২০০	২৪০৮ ২৪০৯ ২৪১৩	০.৫৯ ০.৫৭ ১.২৭	পূর্ব: হাজী আমির উদ্দিন পিং আব্দুল ছোবাহান, মিন্নত আলী, কোরবান আলী, রোকন রেজা, পিং মৃত হাজী ছুরত আলী। পশ্চিম: ধন মিয়া, মন মিয়া, সুরুজ মিয়া, ফুল মিয়া, নুরুল ইসলাম, পিং নোয়াজ আলী। উত্তর: বলাকুট নদী। দক্ষিণ: জয়সিদ্ধি ইউনিয়ন ভূমি অফিস।	<u>এস,এ রেকর্ড মোতাবেক</u> যতীন্দ্র মোহন বসু পিং হরমোহন বসু হীতেন্দ্র মোহন বসু পিং হেমেন্দ্র মোহন বসু সাং জয়সিদ্ধি <u>আর,এস. রেকর্ড মোতাবেক</u> হাজী আমির উদ্দিন পিং আব্দুল সোবাহান সাং আলগাপাড়া	আর.এস. রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশগণ মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত নয়	হাজী আমির উদ্দিন পিং আব্দুল সোবহান সাং আলগাপাড়া ১৫০(১২)১৯৬৬-১৯৬৭ নং বন্দোবস্ত মোকদ্দমামূলে তফসিল বর্ণিত ভূমি বন্দোবস্ত নেন।
				মোট =	২.৪৩				

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপসচিব।

৪) প্রত্নবস্তু শনাক্তকরণ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গৃহীত আলামতের সংখ্যা ও বিবরণ :

ক্র:নং	গৃহীত আলামতের সংখ্যা, বিবরণ ও গ্রহণের তারিখ	শনাক্তকরণের পর হস্তান্তকৃত আলামতের সংখ্যা ও তারিখ	স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত আলামতের সংখ্যা	অস্থায়ীভাবে জমাকৃত আলামতের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	০১টি কালচে বর্ণের বেলনাকৃতির কৃত্রিম কাদামাটি নির্মিত বস্তু। বরগুনা জেলা/ইউনিট এর আমতলী থানার এফ আই আর নং-১৭, তারিখ ২২ জুন ২০২৩ এবং গ্রহণের তারিখ: ০৬/০৭/২০২৩	০১টি প্রত্নবস্তু হিসেবে গণ্য না হওয়ায় গত ২৬/০৯/২৩ তারিখে ফেরত প্রদান করা হয়েছে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	
২.	একটি বোতল সদৃশ বস্তু কাঠের ত্রিভুজাকৃতির বস্তু এবং অপরটি পিতলে তৈরি দণ্ডায়মান রাধাকৃষ্ণ মূর্তি। কুমিল্লা জেলার কোতয়ালী মডেল থানার এফ আই আর নং-১০৬/১০৬৩, তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০২২ এবং গ্রহণের তারিখ: ০৯/০৭/২০২৩	০২টি প্রত্নবস্তু হিসেবে গণ্য না হওয়ায় গত ২১/০৮/২৩ তারিখে ফেরত প্রদান করা হয়েছে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	
৩.	দুই খণ্ডে বিভক্ত কালো রং এর ০১টি নারী মূর্তি। দিনাজপুর জেলার বিরল থানার মামলা নং-৩২, তারিখ: ০৩ জুলাই ২০২৩ এবং গ্রহণের তারিখ: ০৭/০৮/২০২৩	দুই খণ্ডে বিভক্ত ০১টি প্রত্নবস্তু হিসেবে গণ্য হওয়ায় মামলা পরিচালনার স্বার্থে গত ২৮/১১/২৩ তারিখে ফেরত প্রদান করা হয়েছে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	
৪.	বজ্রাসনে উপবিষ্ট কালো রং এর একটি মূর্তি। ডিএপি, ঢাকা জেলার মোহাম্মদপুর থানা মামলা নং-৩৮, তারিখ: ০৯ জুন ২০২৩ এবং গ্রহণের তারিখ: ০৪/০৯/২০২৩	০১টি প্রত্নবস্তু হিসেবে গণ্য হওয়ায় মামলা পরিচালনার স্বার্থে গত ০৮ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে ফেরত নেয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়।	০১টি	প্রযোজ্য নয়	পরবর্তীতে বিজ্ঞ আদালতের আদেশ মোতাবেক আলামতটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের জমা রেখে গত ০৯ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে প্রাপ্তি স্বীকার প্রদান করা হয়েছে।

ক্র:নং	গৃহীত আলামতের সংখ্যা, বিবরণ ও গ্রহণের তারিখ	শনাক্তকরণের পর হস্তান্তকৃত আলামতের সংখ্যা ও তারিখ	স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত আলামতের সংখ্যা	অস্থায়ীভাবে জমাকৃত আলামতের সংখ্যা	মন্তব্য
৫.	মুদ্রাগুলো সমসাময়িক সময়ের বিভিন্ন দেশ (USA, কানাডা, ওমান, সৌদি আরব, অস্ট্রেলিয় ইরাক ও ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন আমলে শেষের মুদ্রা) মৌলভীবাজার জেলার মৌলভীবাজর সদর মডেল থানা মামলা নং-২৩, তারিখ: ২৬ মার্চ ২০০৯ এবং গ্রহণের তারিখ: ১৯/০৯/২০২৩	১৯টিমুদ্রা প্রত্নবস্তু হিসেবে গণ্য করা যায় না। পর্যেবেক্ষণ করে দেখা যায়, মুদ্রাগুলো সমসাময়িক সময়ের বিভিন্ন দেশ- (USA), কানাডা, ওমান, সৌদি আরব, অস্ট্রেলিয়া ইরাক ও ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন আমলের শেষের মুদ্রা। আলামতগুলোর উপর বিভিন্ন সাল বিধৃত রয়েছে।	প্রযোজ্য নয়	১৯টি	প্রত্নবস্তু হিসেবে গণ্য করা যায় না। তাই আলামতগুলো প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অস্থায়ী স্টোরে সংরক্ষিত রয়েছে।
৬.	লালচে রং এর পিলার সদৃশ বস্তু। বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ থানার এফআইআর নং-১০ তারিখ ০৯ জুন ২০২৩ এবং গ্রহণের তারিখ: ২১/০৯/২০২৩	০২টি আলামত প্রত্নবস্তু হিসেবে গণ্য না হওয়ায় মতামত ও আলামতগুলো ফেরত নেয়ার জন্য গত ০৮ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে	প্রযোজ্য নয়	০২টি	আলামতগুলো প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অস্থায়ী স্টোরে সংরক্ষিত রয়েছে।
৭.	তামাটে রং এর দুটি মুদ্রা এর এক পৃষ্ঠে বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দী লেখা শ্রী বুদ্ধদেব ভগবান এবং গৌনপিঠে EAST INDIA COMPANY ONE ANNA1818 বিধৃত আছে। কাস্টম হাউস,বেনাপোল যশোর এর স্মারক নং-৫ম/কাস/১২ (৪৬৭৯) বি/ই/গ্রুপ-০৬/বেনা/২০২৩/৬১২৬ (১),তারিখ: ০৯ অক্টোবর ২০২৩ এবং গ্রহণের তারিখ: ১০/১০/২০২৩	০২টি প্রত্নবস্তু হিসেবে গণ্য না হওয়ায় গত ২৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে মতামত প্রেরণ করা হয়েছে	প্রযোজ্য নয়	০২টি	আলামতগুলো প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অস্থায়ী স্টোরে সংরক্ষিত রয়েছে।

ক্র:নং	গৃহীত আলামতের সংখ্যা, বিবরণ ও গ্রহণের তারিখ	শনাক্তকরণের পর হস্তান্তকৃত আলামতের সংখ্যা ও তারিখ	স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত আলামতের সংখ্যা	অস্থায়ীভাবে জমাকৃত আলামতের সংখ্যা	মন্তব্য
৮.	দুইটি ধাতব বস্তু (একটি মটকা ও অপরটি কলস যার একটি কালো ও অপরটি হালকা সোনালী রঙের। বস্তু দুটির পৃষ্ঠে আরবি লেখা (ক্যালিওগ্রাফি) উৎকীর্ণ আছে। কলস আকৃতির বস্তুটির কান্দা ভাঙা এবং জোড়া দেয়া কস্টম হাউস, বেনাপোল যশোর এর স্মারক নং-৫ম/কাস/১২ (৪৬৭৯) বি/ই/গ্রুপ-০৬/বেনা/২০২৩/৬১২৩ (১),তারিখ: ০৯ অক্টোবর ২০২৩ এবং গ্রহণের তারিখ: ১০/১০/২০২৩	০২টি প্রত্নবস্তু হিসেবে গণ্য হওয়ায় মতামত গত ২২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রযোজ্য নয়	০২টি	আলামতগুলো প্রত্নতত্ব অধিদপ্তরের অস্থায়ী স্টোরে সংরক্ষিত রয়েছে।
৯.	আশীর্বাদ ভঙ্গিমায় বেদীর উপর উপবিষ্ট কাঠের তৈরি বিষ্ণু মূর্তি। কাস্টম হাউস, বেনাপোল যশোর এর স্মারক নং-৫ম/কাস/১২ (৪৬৭৯) বি/ই/গ্রুপ-০৬/বেনা/২০২৩/৬১২৪ (১),তারিখ: ০৯ অক্টোবর ২০২৩ এবং গ্রহণের তারিখ: ১০/১০/২০২৩	০১টি আলামতটি প্রত্নবস্তু হিসেবে গণ্য হওয়ায় গত ২২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে মতামত প্রেরণ করা হয়েছে	প্রযোজ্য নয়	০১টি	এবং আলামতটি প্রত্নতত্ব অধিদপ্তরের অস্থায়ী স্টোরে সংরক্ষিত রয়েছে
১০.	ভাঙা (পাঁচ খন্ডে বিভক্ত) কালো রং এর একটি নারী মূর্তি। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা এর মিরপুর মডেল থানার জিডি নং-৪০৫, তারিখ: ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	০১টি প্রত্নবস্তু হিসেবে গণ্য না হওয়ায় এবং মতামত না চাওয়া মতামত প্রেরণ করা হয়নি	প্রযোজ্য নয়	০১টি	আলামতটি প্রত্নবস্তু হিসেবে গণ্য না হওয়ায় প্রাপ্তি স্বীকার প্রেরণ করা হয়েছে এবং আলামতটি প্রত্নতত্ব অধিদপ্তরের অস্থায়ী স্টোরে সংরক্ষিত রয়েছে।
১১.	বিশ্বপদ্মের উপর চার ভূজা গণেশ মূর্তি এবং বিশ্বপদ্মের উপর সমপদ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান বিষ্ণু ও সপ্তরথের	০৩টি প্রত্নবস্তু হিসেবে গণ্য হওয়ায় এবং মতামত না চাওয়ায় প্রেরণ করা হয়নি	০৩টি	প্রযোজ্য নয়	বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে অধিদপ্তরে জমা রেখে প্রাপ্তি স্বীকার

ক্র:নং	গৃহীত আলামতের সংখ্যা, বিবরণ ও গ্রহণের তারিখ	শনাক্তকরণের পর হস্তান্তকৃত আলামতের সংখ্যা ও তারিখ	স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত আলামতের সংখ্যা	অস্থায়ীভাবে জমাকৃত আলামতের সংখ্যা	মন্তব্য
	উপর দণ্ডায়মান দ্বিভুজা বিশিষ্ট মূর্তি। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা এর মিরপুর মডেল থানার জিডি নং-২০৩০, তারিখ: ২৫ জুন ২০২৩ এবং গ্রহণের তারিখ: ০৮/১০/২০২৩				প্রদান করা হয়েছে এবং আলামতগুলো প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অস্থায়ী স্টোরে সংরক্ষিত রয়েছে
১২.	কালো রং এর প্রায় আয়তাকার একটি বস্তু এক প্রান্তে খাঁজকাটা আছে। মাদারীপুর জেলা মাদারীপুর সদর থানার সাধারণ ডাইরী নং ২৪, তারিখ: ০১/০৬/২০২৩ এবং গ্রহণের তারিখ: ০৮/১০/২০২৩	০১টি প্রত্নবস্তু হিসেবে গণ্য হওয়ায় মতামত গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে	প্রযোজ্য নয়	০১টি	বিজ্ঞ আদালতে নির্দেশক্রমে অধিদপ্তরে অস্থায়ী স্টোরে সংরক্ষিত রয়েছে
১৩.	হালকা পোড়ামাটির রং এবং প্রায় বেলনাকৃতির দুইটি বস্তু মাদারীপুর জেলার মাদারীপুর সদর থানার সাধারণ ডাইরী নং-২৪, তারিখ: ০১/০৬/২৩ এবং গ্রহণের তারিখ: ২৮/১১/২০২৩	০২টি প্রত্নবস্তু হিসেবে গণ্য না হওয়ায় গত ১১/০২/২৪ তারিখে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ফেরত প্রদান করা হয়েছে

শনাক্তকরণের জন্য গ্রহণ সংখ্যা= ৩৮টি **শনাক্তকরণের পর ব্যক্তি বা সংস্থাকে ফেরত প্রদান সংখ্যা=৬টি** **স্থায়ীভাবে গ্রহণ সংখ্যা =০৪টি** **অস্থায়ীভাবে জমাকৃত আলামতের সংখ্যা= ২৮টি**	**প্রত্নবস্তু হিসেব শনাক্ত সংখ্যা =৯টি** **প্রত্নবস্তু হিসেবে শনাক্ত নয় সংখ্যা=২৯টি**

৬) সংস্কার ও সংরক্ষণ

প্রত্নসম্পদের রাসায়নিক সংস্কার : অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন জাদুঘর ও ভান্ডারের **১৭৩**টি প্রত্নবস্তুর (ধাতব মুদ্রা, লোহার বস্তু, ধাতব মূর্তি ও অন্যান্য বস্তু ইত্যাদি) কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

 রাসায়নিক পরিচর্যার পূর্বে(নেত্রকোনা জেলার রোয়াইল বাড়ি দুর্গের ডেঙ্গু মিয়ার সমাধিতে উৎখননে প্রাপ্ত ২৭ টি প্রত্নবস্তু (গ্লেজড টাইলস)	 রাসায়নিক পরিচর্যার পরে (নেত্রকোনা জেলার রোয়াইল বাড়ি দুর্গের ডেঙ্গু মিয়ার সমাধিতে উৎখননে প্রাপ্ত ২৭ টি প্রত্নবস্তু (গ্লেজড টাইলস)
 রাসায়নিক পরিচর্যার পূর্বে (ধাতব মুদ্রা, মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর)	 রাসায়নিক পরিচর্যার পরে (ধাতব মুদ্রা, মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর)

রাসায়নিক পরিচর্যার পূর্বে (চাকতির উপরে পুরুষ মূর্তি, ময়নামতি জাদুঘর)

রাসায়নিক পরিচর্যার পরে (চাকতির উপরে পুরুষ মূর্তি, ময়নামতি জাদুঘর)

পুরাকীর্তির রাসায়নিক সংস্কার : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট **১১**টি পুরাকীর্তি- নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার চাকলানবিশ মন্দিরগুচ্ছ (৪টি মন্দির), কোটাকোল জোড় বাংলা মন্দির, লোহাগড়া আদর্শ সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে জোড় বাংলা মন্দির, শাহ দেওয়ান ফয়জুলাহ (রহ:) এর দরগা মসজিদ, নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার গোয়ালদী মসজিদ, ফেনী জেলার সদর উপজেলাস্থ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী মসজিদ ও শর্শদী শাহী মসজিদ এবং ঠাকুরগাঁও জেলাস্থ রানীশংকৈল উপজেলার টংকনাথ রাজবাড়ি এর রাসায়নিক পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

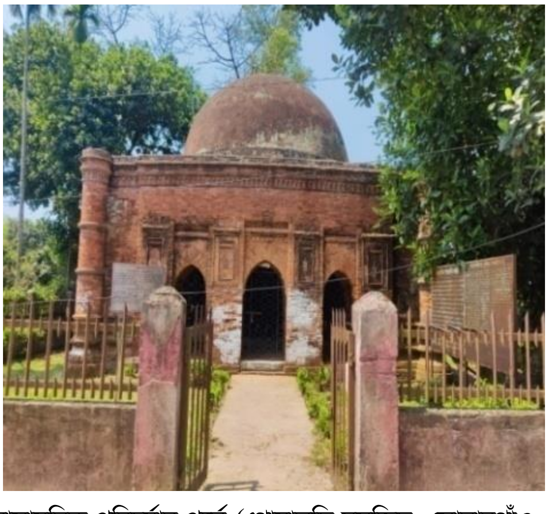

রাসায়নিক পরিচর্যার পূর্বে (গোয়ালদি মসজিদ, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ)

রাসায়নিক পরিচর্যার পরে (গোয়ালদি মসজিদ, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ)

রাসায়নিক পরিচর্যার পূর্বে(মোহাম্মদ আলী চৌধুরী মসজিদ, সদর, ফেনী)

রাসায়নিক পরিচর্যার পরে (মোহাম্মদ আলী চৌধুরী মসজিদ, সদর, ফেনী)

স্থাপত্যিক সংস্কার-সংরক্ষণ

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ : গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের অধীনস্ত মানিকগঞ্জ জেলার তেওতা জমিদার বাড়ি ও শেরপুর জেলার ঘাঘড়া খান জামে মসজিদ সংস্কার - সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

তেওতা জমিদার বাড়ি, মানিকগঞ্জ (সংস্কার-সংরক্ষণের পূর্ববতী অবস্থা)

তেওতা জমিদার বাড়ি, মানিকগঞ্জ (সংস্কার-সংরক্ষণের পরবর্তী অবস্থা)

ঘাঘড়া খান জামে মসজিদ (সংস্কার-সংরক্ষণের পূর্ববর্তী অবস্থা)	ঘাঘড়া খান জামে মসজিদ (সংস্কার-সংরক্ষণের পরবর্তী অবস্থা)

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে রাজশাহী ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার পুঠিয়া রাজবাড়ির সম্মুখে বিদ্যমান ফাঁকা স্থানের চারিপার্শ্বে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও রানির ঘাট মেরামতকরণ; সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর রবীন্দ্র কাছারি বাড়ির বিদ্যমান সীমানা প্রাচীর মেরামতকরণ, নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের পশ্চিমে মাটি সমানকরণ; ঠাকুরগাঁও জেলার রাজা টংকনাথ জমিদারবাড়ি মেরামতকরণ কাজ উল্লেখযোগ্য।

ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলার টংকনাথ জমিদার বাড়ির সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ	ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলার টংকনাথ জমিদার বাড়ির সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ

নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার জগদ্দল বিহারের সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ

নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার জগদ্দল বিহারের সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ

নাটোর জেলার সদর উপজেলার বৈঠকখানা প্রত্নস্থলের সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ

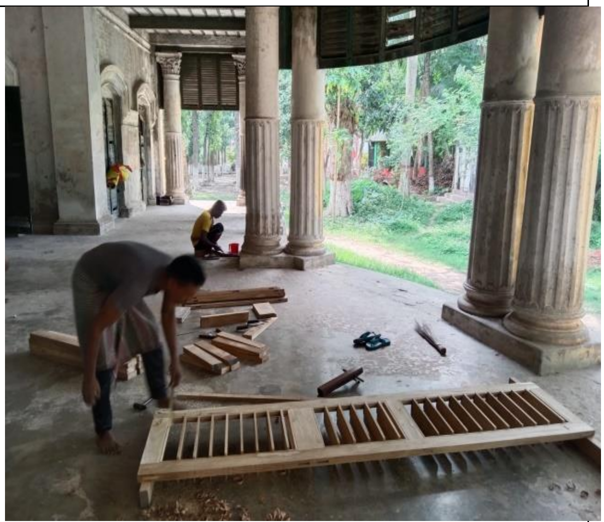

নাটোর জেলার সদর উপজেলার ছোট তরফ এর দরজার চৌকাঠ তৈরির কাজ

রাণী ভবানী রাজবাড়ির বৈঠকখানার সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ পরিদর্শন করেন জনাব সাবিনা আলম, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

পুঠিয়া জাদুঘর এলাকায় রানির ঘাটে চলমান মেরামত কাজ পরিদর্শন

খুলনা ও বরিশাল বিভাগ : খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাস্থ মসজিদকুঁড় মসজিদের সংস্কার সংরক্ষণ কাজের আওতায় আগাছা অপসারণ, মসজিদের দেয়ালের লোনাক্রান্ত ইট পরিবর্তন, ফাটল মেরামত, কর্নার টারেটের ডিজাইন পুনরুদ্ধার, কার্নিসের নিচের শিল্পভূমি পুনরুদ্ধার, বাহিরপাশে ক্ষয় হয়ে যাওয়া ও হারিয়ে যাওয়া টেরাকোটা পুনরুদ্ধার ও চারদিকে এপ্রোণ তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও সীমানা প্রাচীর মেরামত কাজ করা হয়েছে।

	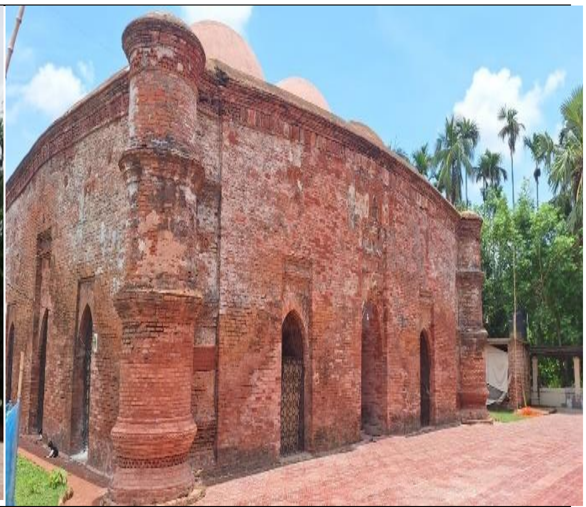
সংস্কার এর পূর্বে (মসজিদকুঁড় মসজিদ, কয়রা, খুলনা)	সংস্কার এর পরে (মসজিদকুঁড় মসজিদ, কয়রা, খুলনা)
সংস্কার পূর্ববর্তী উত্তর পশ্চিম দিকের ক্ষতিগ্রস্ত কর্নার টারেট	সংস্কার পরবর্তী উত্তর পশ্চিম দিকের কর্নার টারেট

সংস্কার পূর্ববর্তী দক্ষিণ পশ্চিম দিকের ক্ষতিগ্রস্ত কর্নার টারেট

সংস্কার পরবর্তী দক্ষিণ পশ্চিম দিকের কর্নার টারেট

সংস্কার পূর্ববর্তী মসজিদের পশ্চিম পাশের ক্ষতিগ্রস্ত কার্নিশের নিচের দৃশ্য

সংস্কার পরবর্তী মসজিদের পশ্চিম পাশের কার্নিশের নিচের দৃশ্য

সংস্কার পূর্ববর্তী মসজিদের চারপাশের ক্ষতিগ্রস্ত এপ্রোনের দৃশ্য

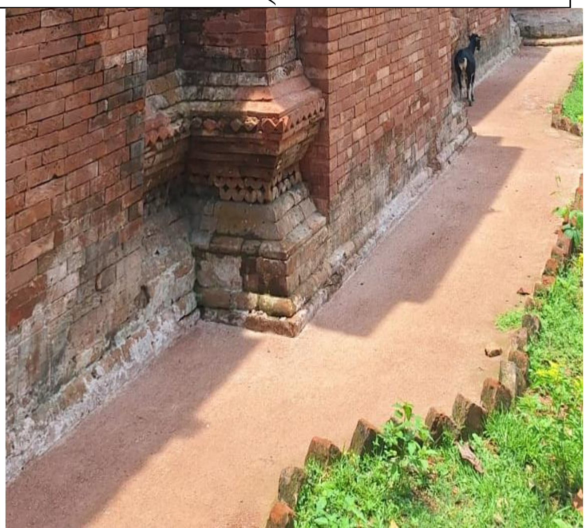

সংস্কার পরবর্তী মসজিদের চারপাশের এপ্রোনের দৃশ্য

মেরামতের পূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত সীমানা প্রাচীর

মেরামতের পরে সীমানা প্রাচীর

নড়াইল জেলার ভিক্টোরিয়া কলেজের সংস্কার-সংরক্ষণ কার্যক্রম :

নড়াইল জেলার ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাচীন ভবন সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ এর আওতায় ভবনে জন্মানো বড় গাছ ও আগাছা অপসারণ, ঝুঁকিপূর্ণ ইটের গাঁথুনি মজবুতকরণ, দেয়ালের ফাটল মেরামত, ভেঙ্গেপড়া ও ঝুঁকিপূর্ণ ছাদ অপসারণ করে পুনরায় একই ধরনের মালামাল ব্যবহার করে স্থাপন, কার্নিস পুনরুদ্ধার, সিমেন্টের আস্তর অপসারণ করে যেখানে আস্তর ছিল সেখানে পুনরায় চুনবালির মসলা দ্বারা আস্তর করা হয়। কাজটি বাস্তবায়নের সময় পূর্বের বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেই সংস্কার কাজটি সম্পন্ন করা হয়।

সংস্কার পূর্ববর্তী আলোকচিত্র (পূর্ব দক্ষিণ দিক থেকে ধারণকৃত)

সংস্কার পরবর্তী আলোকচিত্র (পূর্ব দক্ষিণ দিক থেকে ধারণকৃত)

সংস্কার পূর্ববর্তী আলোকচিত্র (পশ্চিম দক্ষিণ দিক থেকে ধারণকৃত)	সংস্কার পরবর্তী আলোকচিত্র (পশ্চিম দক্ষিণ দিক থেকে ধারণকৃত)
সংস্কার পূর্ববর্তী ক্ষতিগ্রস্ত সিলিং এর দৃশ্য	সংস্কার পরবর্তী সিলিং এর দৃশ্য

চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে স্থাপত্যিক পুরাকীর্তির সংস্কার-সংরক্ষণ কাজের অংশ হিসেবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার হরিপুর জমিদার বাড়ি, ফেনী জেলার চাঁদ গাজী ভুইয়া মসজিদ ও সাত মঠ, চাঁদপুর জেলার লোহাগড়া মঠ ও চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের সংস্কার-সংরক্ষণ করা হয় ।

হরিপুর জমিদার বাড়ি সংস্কার- সংরক্ষণ পরবর্তী দৃশ্য

হরিপুর জমিদার বাড়ি সংস্কার- সংরক্ষণ পরবর্তী দৃশ্য

হরিপুর জমিদার বাড়ি সংস্কার- সংরক্ষণ পরবর্তী দৃশ্য

চাঁদ গাজী ভুইয়া মসজিদ সংস্কার-সংরক্ষণ পরবর্তী দৃশ্য

চাঁদ গাজী ভুইয়া মসজিদ সংস্কার-সংরক্ষণ পরবর্তী দৃশ্য

লোহাগড়া মঠ সংস্কার-সংরক্ষণ পরবর্তী দৃশ্য

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংস্কার ও মেরামত কাজের অংশ হিসাবে চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের মেরামত কাজ করা হয়। মেরামতের ফলে জাদুঘরের সুরক্ষা ও উৎকর্ষ সাধন হয়।

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর সংস্কার ও মেরামত পরবর্তী দৃশ্য

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের অভ্যন্তরে সংস্কার ও মেরামত পরবর্তী দৃশ্য

গ) মুদ্রণ ও প্রকাশনা

প্রধান কার্যালয় : প্রত্নবার্তা বর্ষ-৭, সংখ্যা-২ (ষাণ্মাসিক প্রকাশনা), প্রত্নবার্তা বর্ষ-৮, সংখ্যা-১ (ষাণ্মাসিক প্রকাশনা), বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩, কুষ্টিয়া জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন, Mainamati (পুনর্মুদ্রণ), MUGHAL DHAKA (Lalbagh Fort) (পুন: মুদ্রণ), Paharpur (পুন: মুদ্রণ) এবংগ্লাস নেগেটিভ শীর্ষক এলবাম,অধিদপ্তরের ডেস্ক ক্যালেন্ডার-২০২৪, ব্যাগ, ফাইল ফোল্ডার মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১১ টি স্যুভিনিয়র প্রস্তুত করা হয়েছে।

  প্রত্নবার্তা (ষাণ্মাসিক প্রতিবেদন)	 প্রত্নবার্তা (ষাণ্মাসিক প্রতিবেদন)
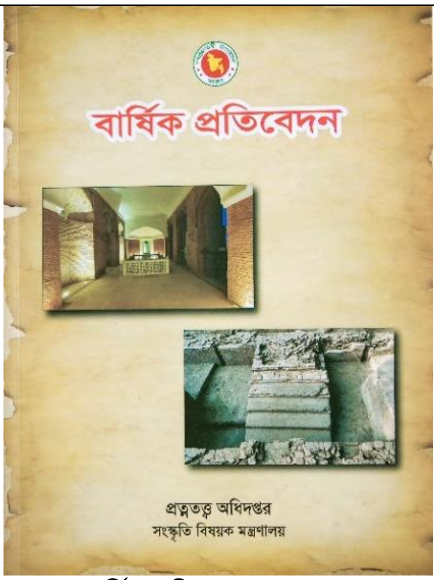 বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩	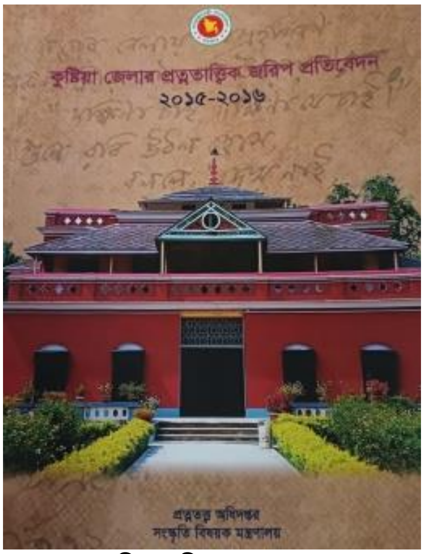 জরিপ প্রতিবেদন

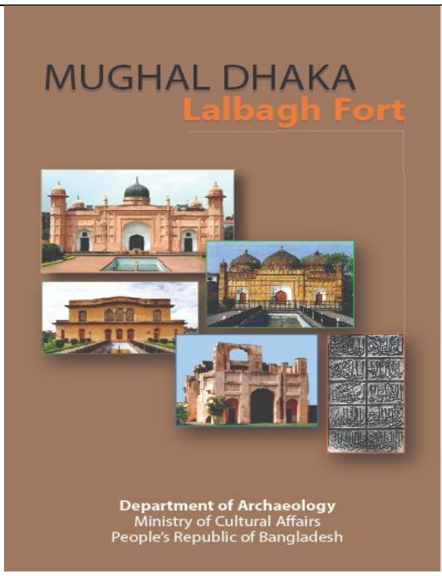

প্রকাশিত গ্রন্থ

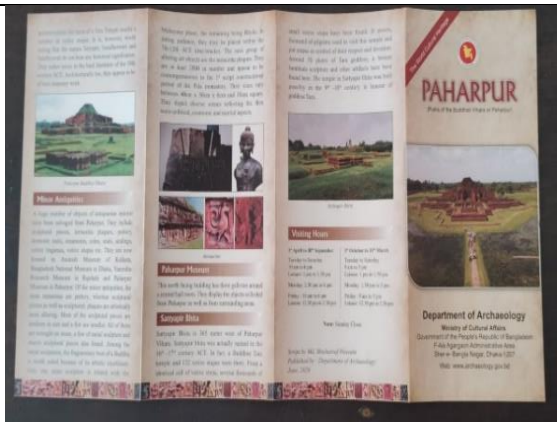

ব্রুশিয়র

ডেস্ক ক্যালেন্ডার-২০২৪

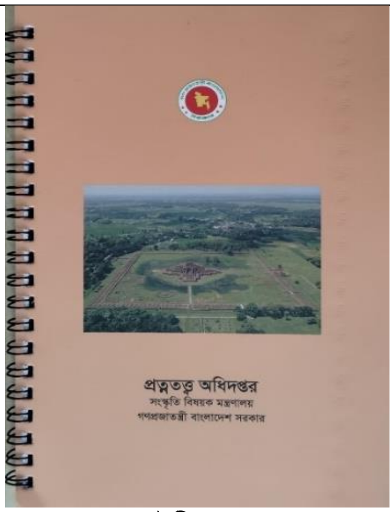

রাইটিং প্যাড

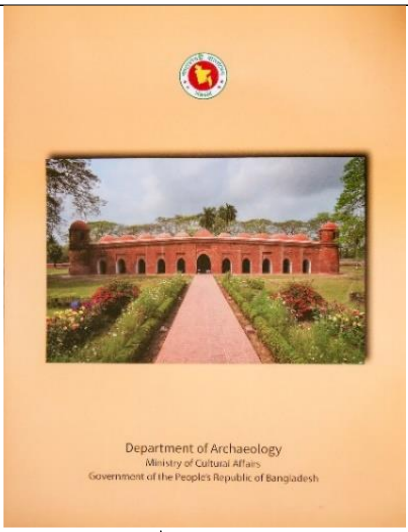

ফাইল ফোল্ডার

টিস্যু ব্যাগ

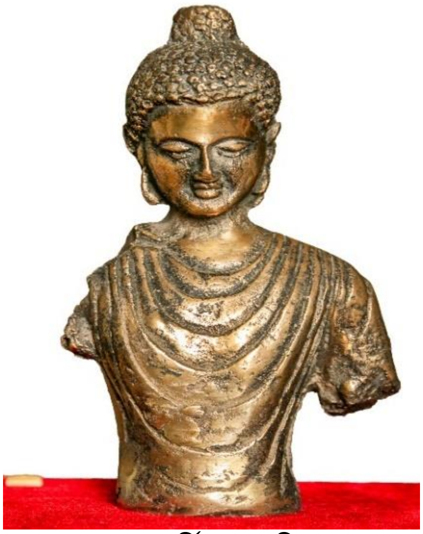 বুদ্ধ মূর্তির অনুকৃতি	 পোড়ামাটির ফলক ও মুদ্রার অনুকৃতি

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে 'রোয়াইলবাড়ি দুর্গ এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রতিবেদন' পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও Sonakanda Fort ও Hajigonj Fortএর দুটি ফোল্ডার প্রকাশিত হয়েছে।

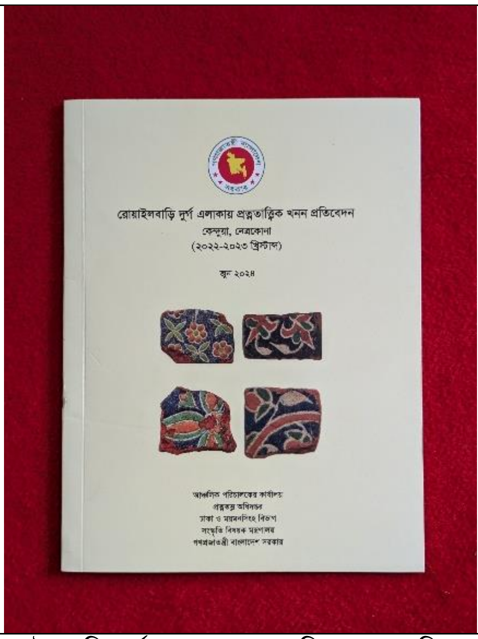 রোয়াইলবাড়ি দুর্গ এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রতিবেদন	 রোয়াইলবাড়ি দুর্গ এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রতিবেদন

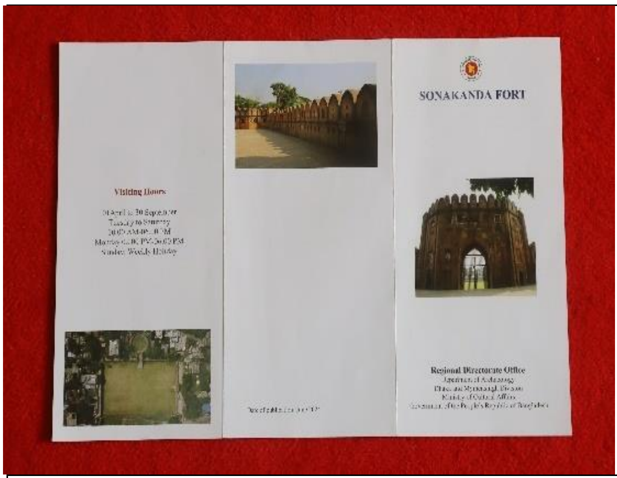	
Sonakanda Fort ফোল্ডার	Sonakanda Fort ফোল্ডার
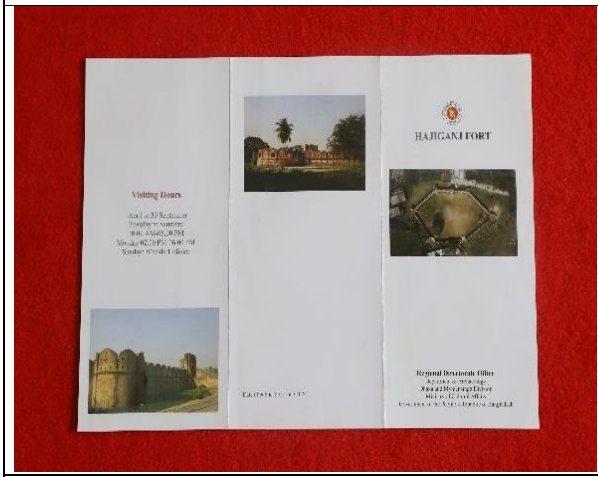	
Hajigonj Fort ফোল্ডার	Hajigonj Fort ফোল্ডার

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে 'আগ্রাদ্বিগুণ প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রতিবেদন' পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

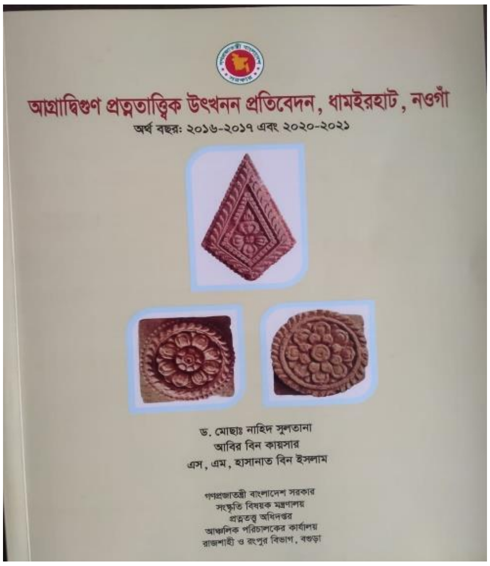

আগ্রাদ্বিগুণ প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রতিবেদন

খুলনা ও বরিশাল বিভাগ : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের বসত ভিটায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রতিবেদন' এবং মসজিদকুঁড় মসজিদের ফোল্ডার প্রকাশিত হয়েছে।

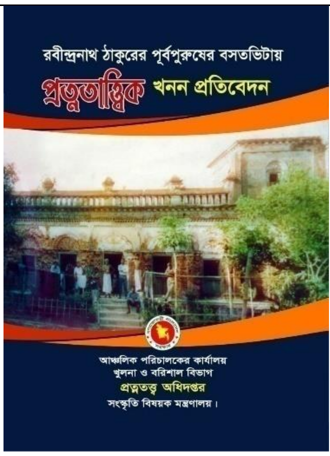

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুর্ব পুরুষের বসত ভিটায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রতিবেদন

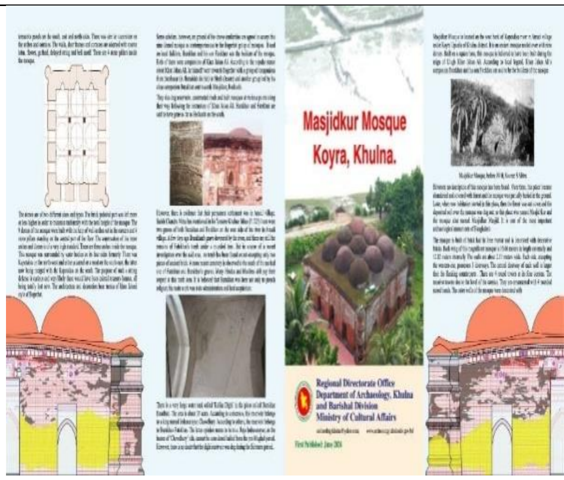

মসজিদকুঁড় মসজিদের ফোল্ডার

চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ কর্তৃক মন্থের মুড়া প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

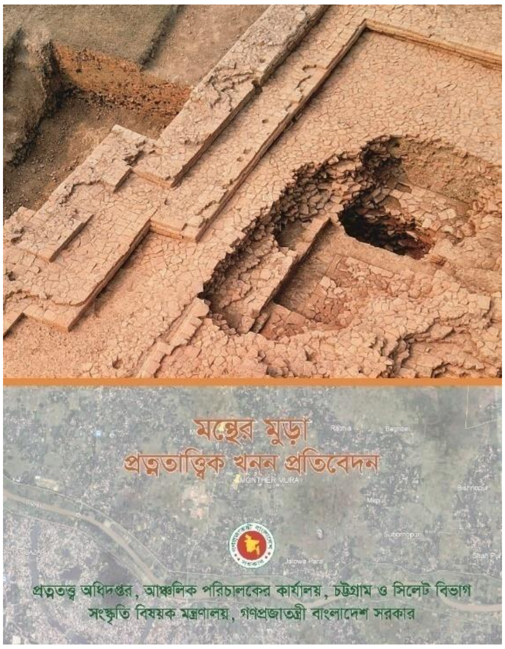

মন্থের মুড়া প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রতিবেদন

গ্রন্থাগার সেবা

১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ০২ কপি জার্নালসহ মোট ৭৭ কপি বই ক্রয় করা হয়েছে এবং উক্তসময়ে ৫০ জন পাঠক ও গবেষককে গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের জন্য ক্রয়কৃত বইয়ের তালিকা :

ক্র: নং	পুস্তকের নাম	লেখক / সম্পাদক/প্রকাশক	পরিমান
১.	৬৪ জেলার ইতিহাস ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন	আলহাজ্ব মোঃ ফকরুল ইসলাম	১ কপি
২.	বিপ্লবী বাংলাদেশ	সত্যজিত রায় মজুমদার	১ কপি
৩.	আধুনিক ব্যবহারিক শ্রেণীকরণ পরিচিতি	ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম	২ কপি
৪.	স্মৃতি শ্রুতি একাত্তর বধ্যভূমির পথে পথে	বদরু মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান	২ কপি
৫.	An Introductory Reader Bangladesh National Culture and Heritage	A F Salahuddin Ahmed (ed.)	৪কপি
৬.	History And Heritage	A F Salahuddin Ahmed	৫কপি
৭.	Church of Bangladesh : A Compilation of Christian Architectural Heritage	Theodore Sourav Palma (ed.)	২কপি
৮.	Sundarbans: the World Heritage	M. Monirul H. Khan	১কপি
৯.	Coins From Bangladesh	Bulbul Ahmed & AKM Shahnawaz	২কপি
১০.	A Descriptive Catalogue of the Gold Coins in the Bangladesh National Museum	Muhammad Manirul Hoque	২কপি
১১.	A Descriptive Catalogue of the Arms and Armour in the Bangladesh National Museum	Firoz Mahmud	২কপি
১২.	A Descriptive Catalogue of the Buddhist and Hindu Sculptures in the Bangladesh National Museum	Enamul Haque	২কপি
১৩.	A Descriptive Catalogue of the Gold and Silver Jewelry in the Bangladesh National Museum	Zinat Mahrukh Banu & Firoz Mahmud	২কপি

১৪.	A Descriptive Catalogue of the Folk Art in the Bangladesh National Museum	ShawonAkand	১কপি
১৫.	Buddhist &Brahmanical Iconography Three Hundred & Forty Four Numbers Collected by Noorul Islam from Ramabati the Capital Ruined City of Rampaldev.	Md. Noorul Islam	৫কপি
১৬.	Illustrated Bank Notes of Bangladesh	Md. Noorul Islam	৫কপি
১৭.	Journal Of Bengal Art,vol. ২৬	Enamul Haque (ed.)	২কপি
১৮.	পূর্ব বঙ্গের জমিদারবাড়ি	মোঃমাহমুদ আলী	২কপি
১৯.	প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য ধারা	স্থপতি ড. সাজিদ বিন দোজা	৫কপি
২০.	রাজশাহী জেলার প্রত্নপীট ও স্থাপত্যিক ঐতিহ্য	ড. কাজী মোঃমোস্তাফিজুর রহমান	৪কপি
২১.	বঙ্গবন্ধু হ্যান্ডবুক	মুহাম্মদ আব্দুল বাতেন	৫কপি
২২.	চাকরির বিধানাবলি	ফিরোজ মিয়া	৫কপি
২৩.	পিপিআর-২০০৮	সরকারি প্রকাশনা	১০ কপি
২৪.	ম্যানারস এটিকেটস প্রোটোকলস	মোঃ আলাউদ্দিন	০৫ কপি
৭৫ কপি পুস্তক ০২ কপি জার্নাল			৭৭ কপি

ই-বুক : ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ১৩ টি পুস্তকের ই-বুকের সফট ভার্সন প্রস্তুত করা হয়েছে।

ক্র: নং	পুস্তকেরনাম	লেখক	প্রকাশকাল
১.	EXCAVATION AT ANANDA VIHARA	Md. ShafiqulAlam	১৯৯৯
২.	ARCHAEOLOGICAL SURVEY REPORT BOGRA DISTRICT	Mohammad Ali	১৯৮৬
৩.	BANGLADESH ARCHAEOLOGY ১৯৭৯	Dr. Nazimuddin Ahmed	১৯৭৯
৪.	EXCAVATION AT BIHAR DHAP, BOGRA	Md. ShafiqulAlam	২০০০
৫.	ARCHAEOLOGICAL SURVEY REPORT OF GREATER DINAJPUR DISTRICT	Md. Mosharraf Hossain	২০০০
৬.	A PRELIMINARY REPORT ON EXCAVATION AT HALUD VIHARA	Md. Abul Hashem Miah	২০০০
৭.	HISTORY OF DHAKA THROUGH INSCRIPTION AND	Md. Abu Musa	২০০০

	ARCHITECTURE:A PORTRAIT OF THE SULTANATE PERIOD		
৮.	LALBAGH FORT (MONUMENTS AND MUSEUM)	Syed M. Ashfaque	১৯৭০
৯.	MUGHAL DHAKA (LALBAGH FORT)	Dr. Nazimuddin Ahmed	২০০৪
১০.	ARCHAEOLOGICAL SURVEY REPORT MUNSHIGANJ DISTRICT	Md. Abu Musa	২০০০
১১.	EXCAVATION AT RUPBAN MURA	Md. ShafiqulAlam	২০০০
১২.	ARCHAEOLOGICAL SURVEY REPORT OF FARIDPUR DISTRICT	Md. Abul Hashem Miah	২০০০
১৩.	বৃহত্তর পাবনা জেলার জরিপ প্রতিবেদন	মো: খালেকুজ্জামান	১৯৯৭

ঘ) প্রশিক্ষণ/সেমিনার ও মেলা

প্রশিক্ষণ

প্রধান কার্যালয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৫২টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ খাতে মোট ২২,৯২,০০০/- (বাইশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার) টাকা বরাদ্দ ছিল এবং ২২,১৩,০০০/- (বাইশ লক্ষ তের হাজার) টাকা ব্যয় হয়েছে।

ক্র:	প্রশিক্ষণের বিষয়	সেশন
১.	Rules of Business ১৯৮৬, সচিবালয়ের নির্দেশমালা-২০১৪, সরকারী চাকুরি আইন-২০১৮ (নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, ছুটি আচরণ এবং দন্ড)	০৩
২.	‘ক্ষুদ্র আকারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলে পিপিপি গ্রহণ’	০১
৩.	‘বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মুল্যায়ন’	০১
৪.	International (Legal) Instruments (Agreement, MOU,etc) ও Climate change basic concepts	০২
৫.	প্রত্নবস্তু শনাক্তকরণ (মুদ্রা ও মূর্তি)	০২
৬.	‘Comolince Audit’ ও ‘Audit Process’	০৩
৭.	নোট ড্রাফটিং ও বানান শুদ্ধি	০১
৮.	ডি-ফাইলিং	০১
৯.	অগ্নিনির্বাপণ	০১
১০.	ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	০২

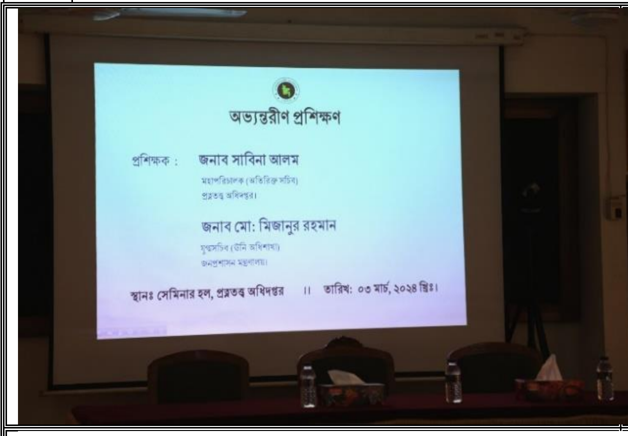

Rules of Bussines ১৯৮৬, সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪, সরকারী চাকুরি আইন-২০১৮ (নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, ছুটি আচরণ এবং দণ্ড) বিষয়ক প্রশিক্ষণ

'ক্ষুদ্র আকারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলে পিপিপি গ্রহণ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মুল্যায়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

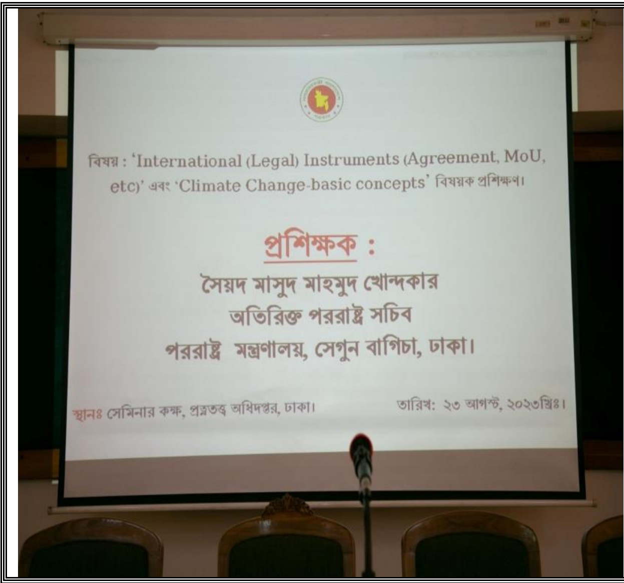

International (Legal) Instruments (Agreement, MOU,etc) ও Climate change basic concepts প্রশিক্ষণ

প্রত্নবস্তু শনাক্তকরণ (মুদ্রা ও মূর্তি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ

'Comolince Audit' ও 'Audit Process' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আয়োজনে Short brief on the training entitled ‘IAEA-RTC training on The Application of Nuclear Techniques for Characterization and Preservation of the Artifacts Obtained from the Shipwreck’ 23-27 October 2023, Melaka Malaysia, ডি-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ভ্রমণ প্রতিবেদন, Etiquette and Manners, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, প্রত্ন নিদর্শনের রাসায়নিক পরিচর্যা, প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পদ্ধতি, স্থাপত্যিক ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক, জাদুঘর ও প্রত্নস্থলের নিরাপত্তা অগ্নি প্রতিরোধ ও ফায়ার মহড়া,‘সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি এবং জি আর এস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের অধীনস্ত কাস্টোডিয়ান এর কার্যালয়, লালবাগ দুর্গ জাদুঘর কর্তৃক দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বাগান পরিচিতি ও বাগান পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব সাবিনা আলম	‘IAEA-RTC training on The Application of Nuclear Techniques for Characterization and Preserv the Artifacts Obtained from the Shipwreck’ 23-27 October 2023, Melaka Malaysia
‘দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা, দায়িত্ব ও কর্তব্য’ বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন লালবাগ দুর্গ জাদুঘরের কাস্টোডিয়ান জনাব জনাব মোঃ মুখলেছুর রহমান ভূঁঞা	বাগান পরিচিতি ও বাগান পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণে বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীদের অংশগ্রহণ

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের আয়োজনে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসেবে শুদ্ধাচার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জি.আর.এস বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জি.আর.এস বিষয়ক প্রশিক্ষণ

শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

খুলনা ও বরিশাল বিভাগ : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় খুলনা ও বরিশাল বিভাগ খুলনায় ৭টি সেশনে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় খুলনা ও বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ অংশগ্রহণ করেন।

স্থাপত্য শৈলীর রুপরেখা: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মুঘল আমলের পুরাকীর্তির বৈশিষ্ট্য: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, প্রত্নতাত্ত্বিক খননের প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রত্নতাত্ত্বিক সাইট ও জাদুঘরসমূহে গ্লোবাল কোড অফ এথিক্স অনুসরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ

চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের আয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে ওয়েব ভিত্তিক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং জিআরএস সফটওয়্যার,নথি, পত্রের ধরণ ও খসড়া প্রস্তুত, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও কর্মপরিকল্পনা,শুদ্ধাচার, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯ ও সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং তথ্যের প্রকাশ, প্রচার, প্রাপ্তি ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯ এবং ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯ ও বিভিন্ন প্রকার ছুটি প্রভৃতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

নথি, পত্রের ধরন ও খসড়া প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির উপপরিচালক জনাব অসীম কুমার সরকার

শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করেন আঞ্চলিক পরিচালক এ কে এম সাইফুর রহমান

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং তথ্যের প্রকাশ, প্রচার, প্রাপ্তি ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

২) সেমিনার

প্রধান কার্যালয় : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রকাশনা শাখা কর্তৃক প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ক কর্মশালা, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি. স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ, ০৭ নভেম্বর ২০২৩ খ্রি. নিজ অফিস ও আওতাধীন অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জি আর এস সফটওয়্যার বিষয়ক কর্মশালা, ১৫ মে ২০২৪ খ্রি. স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণে স্মার্ট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ব্যবস্থাপনা: একটি খসড়া রোড ম্যাপ এবং ১২ জুন ২০২৪ খ্রি. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক খনন বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

নিজ অফিস ও আওতাধীন অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অভিযোগ প্রতিকার
ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক কর্মশালা

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ব্যবস্থাপনা: একটি খসড়া রোড ম্যাপ বিষয়ক সেমিনার

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ : ০৮ মার্চ, ২০২৪ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আয়োজনে 'নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ, এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ' বিষয়ক সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

'নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ, এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ' বিষয়ক সেমিনার	'নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ, এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ' বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণ

গত ৩০ মে, ২০২৪ তারিখ আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষ্যে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আয়োজনে লালবাগ দুর্গ ও জাদুঘরের বাস্তবায়নে লালবাগ দুর্গ ও জাদুঘরের হল রুমে সেমিনার আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসের মূল প্রতিপাদ্য 'শিক্ষা ও গবেষণায় জাদুঘর'।

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারের প্রধান অতিথি এবং আলোচকবৃন্দ	আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণ

গত ২৭ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হলে 'পুরাতন ঢাকার ২২০০ বাড়ির জরিপ প্রতিবেদন' বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ইমরুল চৌধূরী (অতিরিক্ত সচিব), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সভাপতি হিসেবে ছিলেন সাবিনা আলম মহোদয় (অতিরিক্ত সচিব) মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রবন্ধ উপস্থাপক লাভলী ইয়াসমিন, আঞ্চলিক পরিচালক, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ। সেমিনারে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজউকের প্রতিনিধি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি, ২২০০ বাড়ির এলাকার বাড়ির মালিকদের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

পুরাতন ঢাকার ২২০০ বাড়ির জরিপ প্রতিবেদন বিষয়ক সেমিনারে মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথি ও আলোচকবৃন্দ

পুরাতন ঢাকার ২২০০ বাড়ির জরিপ প্রতিবেদন বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গত ২৯ জুন ২০২৪ তারিখ সকাল ৯.৩০ টায় লালবাগ দুর্গ ও জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে ‘লালবাগ দুর্গ ও জাদুঘরের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা’ বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব সাবিনা আলম। আলোচনায় অংশ নেন জনাব নাফরিজা শ্যামা, অতিরিক্ত সচিব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; জনাব মো: আতাউর রহমান, যুগ্নসচিব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; ড. শরিফ শামস ইমন, প্রেসিডেন্ট ইকমস বাংলাদেশ এবং অধ্যাপক স্থাপত্য বিভাগ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব মো: আমিরুজ্জামান, উপপরিচালক (প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর; মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন আফরোজা খান মিতা, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ ও লালবাগ দুর্গ ও জাদুঘরের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

‘লালবাগ দুর্গ ও জাদুঘরের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা’ বিষয়ক সেমিনার

বিভিন্ন গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সেমিনারে অংশগ্রহণ

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ কর্তৃক 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ' এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি" বিষয়ে সেমিনার মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হয়।

'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ' বিষয়ে সেমিনার

'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' বিষয়ে সেমিনার

খুলনা ও বরিশাল বিভাগ : ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে খুলনা-যশোর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও মাঠ গবেষণা কর্মে ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্রের অবদান শীর্ষক সেমিনার গত ২৩ মার্চ,২০২৪ তারিখে বিভাগীয় জাদুঘর খুলনার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে উক্ত সেমিনারে যোগদান করেন।

খুলনা-যশোর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও মাঠ গবেষণা কর্মে ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্রের অবদান শীর্ষক সেমিনার

খুলনা-যশোর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও মাঠ গবেষণা কর্মে ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্রের অবদান শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণ

চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ : ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম ও সিলেট, কুমিল্লা কর্তৃক দিনব্যাপী 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ' বিষয়ক সেমিনার এবং ৮ জুন ২০২৪ তারিখ সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত উপাত্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রত্নতত্ত্ব চর্চা' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন
আঞ্চলিক পরিচালক এ কে এম সাইফুর রহমান

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর পরিচালিত সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত উপাত্তের প্রেক্ষিতে
বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রত্নতত্ত্ব চর্চা শীর্ষক সেমিনার

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, চট্টগ্রাম, আগ্রাবাদ কর্তৃক গত ২৮-০৬-২০২৪ খ্রি. তারিখ জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে 'জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের সাথে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মেলবন্ধন' এবং ২৯-০৬-২০২৪ তারিখ চট্টগ্রাম জেলার চট্টগ্রাম সদর, সন্দ্বীপ, হাটহাজারী ও সীতাকুণ্ড উপজেলায় জরিপ ও অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শন পর্যালোচনা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

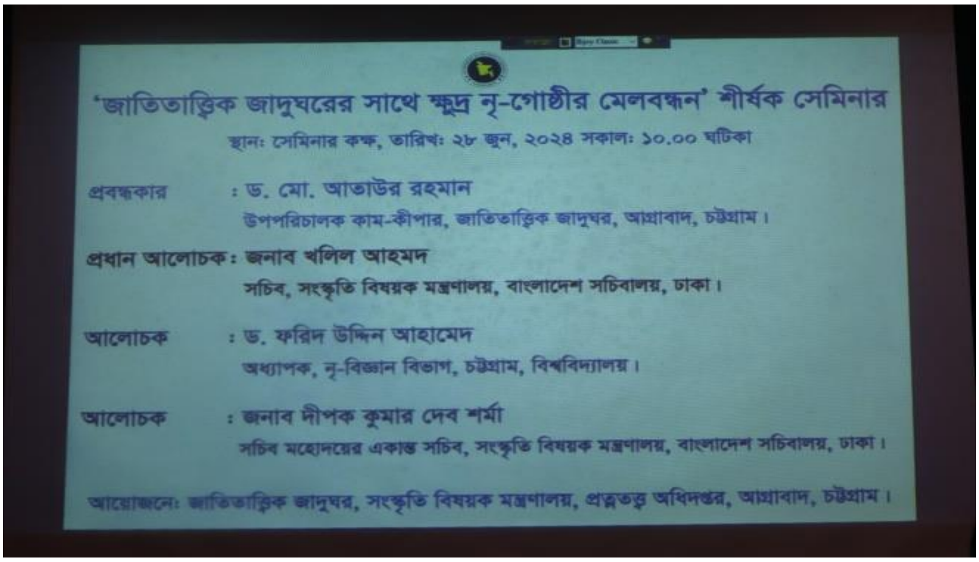

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের সাথে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মেলবন্ধন শীর্ষক সেমিনার

চট্টগ্রাম জেলার চট্টগ্রাম সদর, সন্দ্বীপ, হাটহাজারী ও সীতাকুণ্ড উপজেলায় জরিপ ও অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শন পর্যালোচনা' শীর্ষক সেমিনার

৩) অংশীজনসভা

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ : আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আওতাধীন লালবাগ দুর্গ ও জাদুঘর কর্তৃক ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. লালবাগ দুর্গের সেমিনার কক্ষে এবং ময়মনসিংহ জাদুঘর, শশীলজ কর্তৃক ২৪ মে ২০২৪ তারিখ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের অংশগ্রহণ সভার আয়োজন করা হয়।

লালবাগ দুর্গ জাদুঘর কর্তৃক সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের অংশগ্রহণ সভা

ময়মনসিংহ জাদুঘর, শশীলজ কর্তৃক সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের অংশগ্রহণ সভা

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ: অংশীজন সভা সংক্রান্ত তথ্য:

ক) সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজন সভার সংখ্যা ০২টি;
(১) তারিখ: ৩০-০৯-২০২৩ । স্থান: গোকুল মেধ প্রত্নস্থান, বগুড়া সদর, বগুড়া।
(২) তারিখ: ৩০-০৩-২০২৪। স্থান: পাহাড়পুর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, বদলগাছী, নওগাঁ।

খ) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অংশীজন সভার সংখ্যা ০৪টি;
(১) তারিখ: ৩০-১১-২০২৩। স্থান: পুঠিয়ার রাজবাড়ি জাদুঘর, পুঠিয়া, রাজশাহী;
(২) তারিখ: ২৯-১২-২০২৩। স্থান: কান্তনগর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, কাহারোল, দিনাজপুর;
(৩) তারিখ: ৩১-০৫-২০২৪। স্থান: মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, শিবগঞ্জ, বগুড়া;
(৪) তারিখ: ২৪-০৬-২০২৪। স্থান: গোকুল মেধ প্রত্নস্থান, বগুড়া সদর, বগুড়া।

গ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক অংশীজন সভার সংখ্যা ০১টি;
(১) তারিখ ১০-০৬-২০২৪। স্থান: পুঠিয়ার রাজবাড়ি জাদুঘর, পুঠিয়া, রাজশাহী।

রাজশাহী ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
কর্তৃক কান্তনগর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে অংশীজন সভার আয়োজন করা হয়

রাজশাহী ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
কর্তৃক গোকুল মেধ প্রত্নস্থানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার আয়োজন করা হয়

খুলনা ও বরিশাল বিভাগ : ০২/০৬/২০২৪ তারিখ যশোরের মুড়লিস্থ হাজী মোহাম্মদ মহসিন ইমামবাড়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অংশীজনের অংশগ্রহণে স্টেকহোল্ডাগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বিষয়ক অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা

চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ ময়নামতি জাদুঘরে কাস্টোডিয়ান শাহীন আলমের সভাপতিত্বে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ ময়নামতি জাদুঘরে কাস্টোডিয়ান শাহীন আলমের সভাপতিত্বে অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ে অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ মে ২০২৪ তারিখে 'তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক অংশীজন সভা'র আয়োজন করা হয়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা

অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ে অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা

৪) স্মরণসভা

২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রকাশনা শাখা কর্তৃক মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন সংক্রান্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে স্থপতি মাজহারুল ইসলাম এর জন্মবার্ষিকী, ০৫ মার্চ ২০২৪ খ্রি. প্রত্নতত্ত্ববিদ ড. এ কে এম শামসুল আলম এর জন্মবার্ষিকী, ১ এপ্রিল ২০২৪ খ্রি. প্রত্নতত্ত্ববিদ ড. নাজিমুদ্দিন আহমেদ এর জন্মবার্ষিকী, ০৫ মে ২০২৪ খ্রি.প্রত্নতত্ত্ববিদ মোহা. মোশাররফ হোসেন এর জন্মবার্ষিকী এবং ৩ জুন ২০২৪ খ্রি. ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক ড. আবু ইমাম এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মরণসভা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

স্থপতি মাজহারুল ইসলাম এঁর জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে স্মরণসভা

প্রত্নতত্ত্ববিদ ড. এ কে এম শামসুল আলমএর জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে সেমিনার ও আলোচনা সভা

প্রত্নতত্ত্ববিদ ড. নাজিমুদ্দিন আহমেদ এর জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে সেমিনার ও আলোচনা সভা

প্রত্নতত্ত্ববিদ মোহা. মোশাররফ হোসেন এর জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে সেমিনার ও আলোচনা সভা

প্রত্নতত্ত্ববিদ ড. আবু ইমাম এর জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে সেমিনার ও আলোচনা সভা

প্রত্নতত্ত্ববিদ ড. আবু ইমাম এর জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে সেমিনার ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীগণ

৫) কর্মশালা

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা :

গত ২১ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে 'ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ নমিনেশন ডোসিয়ার প্রণয়ন বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক ওয়ার্কশপ' প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নাহিদ ইজাহার খান এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত সচিব জনাব খলিল আহমদ, আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল জনাব জুবাইদা মান্নান, মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইকমস বাংলাদেশের সভাপতি ড. শরিফ শামস ইমন। উক্ত ওয়ার্কশপে সভাপতিত্ব করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব সাবিনা আলম। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মকর্তা, বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ নমিনেশন ডোসিয়ার প্রণয়ন বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক ওয়ার্কশপ

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ : ১৮ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের সকল গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এবং অধীনস্ত জাদুঘর ও প্রত্নস্থলসমূহের প্রধানদের সরাসরি/অনলাইন অংশগ্রহণে কার্যালয়ের সভাকক্ষে স্মার্ট বালাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

স্মার্ট বালাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা

চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ : ১ জুন ২০২৪, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ, কুমিল্লা কর্তৃক 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

৬) প্রদর্শনী

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ : গত ০৮ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আয়োজনে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে 'ঢাকায় অবস্থিত পুরাতন ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার' প্রত্নস্থলে চলমান প্রত্নতাত্ত্বিক খননস্থলে উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুসমূহ প্রদর্শনীর সময় উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালক ও উৎখনন দলের সদস্যবৃন্দ।

আঞ্চলিক পরিচালক কর্তৃক পুরাতন ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনীর আয়োজন	পুরাতন ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনীতে আগত দর্শনার্থীদের পরিদর্শন

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, রাজশাহী ও রংপুর আঞ্চলিক দপ্তরের আয়োজনে মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর চত্বরে প্রত্নবস্তু প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রত্নবস্তু প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব খলিল আহমদ । উদ্বোধন শেষে তিনি প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন এবং গণমাধ্যমকর্মীদের সাক্ষাত প্রদান করেন।

মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর চত্বরে প্রত্নবস্তু প্রদর্শনী	মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর চত্বরে প্রত্নবস্তু প্রদর্শনী

খুলনা ও বরিশাল বিভাগ : বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসেবে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের উদ্যোগে যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার খেদাপাড়া গ্রামে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন থেকে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় উক্ত প্রদর্শনী গত ২০ জানুয়ারী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব সাবিনা আলম।

উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর মাঠ প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব সাবিনা আলম

চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ : ৮ জুন ২০২৪ তারিখে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, কুমিল্লা কর্তৃক দিনব্যাপী প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অধ্যাপক মালিহা নার্গিস আহমেদ, সভাপতি, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন এ কে এম সাইফুর রহমান, আঞ্চলিক পরিচালক, কুমিল্লা; শহিদুল হাসান, পিএইচডি, সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মুহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন, সভাপতি, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়; মো. সাদেকুজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়; মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়; শারমিন রেজোয়ানা, সহকারী অধ্যাপক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়; মুতাসিম বিল্লাহ, সহকারী অধ্যাপক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়; মোঃ আইনুল হক, সভাপতি, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও ময়নামতি জাদুঘরের কাস্টোডিয়ান মো. শাহীন আলম। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষার্থীবৃন্দ ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, কুমিল্লা ও ময়নামতি জাদুঘরের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, কুমিল্লা কর্তৃক দিনব্যাপী প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনীতে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, কুমিল্লা কর্তৃক দিনব্যাপী প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনীতে উপস্থিত শিক্ষার্থীবৃন্দ

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর : ১২ জুন ২০২৪ তারিখ জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে চট্টগ্রাম জেলার চট্টগ্রাম সদর, সন্দ্বীপ, হাটহাজারী ও সীতাকুন্ড উপজেলায় জরিপ ও অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর উন্মুক্ত প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উন্মুক্ত প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করেন একুশে পদকপ্রাপ্ত ড. জিনোবোধি ভিক্ষু, অধ্যাপক, পালি ও সংস্কৃত ভাষা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। উদ্বোধন শেষে আগত অতিথি ও দর্শনার্থীবৃন্দ প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুসমূহ পরিদর্শন করেন।

চট্টগ্রাম জেলার চট্টগ্রাম সদর, সন্দ্বীপ, হাটহাজারী ও সীতাকুন্ড উপজেলায়
জরিপ ও অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর উন্মুক্ত প্রদর্শনী

চট্টগ্রাম জেলার চট্টগ্রাম সদর, সন্দ্বীপ, হাটহাজারী ও সীতাকুন্ড উপজেলায়
জরিপ ও অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর উন্মুক্ত প্রদর্শনী

মেলা

প্রধান কার্যালয় :

- ২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি.বিশ্বপর্যটন দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গাবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত Bangladesh festival-এ অংশগ্রহণ।
- ১৪-১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রাঙ্গাণে শিশু কিশোরদের উপযোগী পুস্তক বিক্রয় ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ।
- ১৮-৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রি. ভারতের কলকতায় ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা-২০২৪ এ অংশগ্রহণ।
- ১-৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ বঙ্গাবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে Tour Operators Association of Bangladesh (TOAB) কর্তৃক Biman Bangladesh Travel and Tourism Fair (BTTF) ২০২৪ –এ অংশগ্রহণ করে।
- ১-২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রি. বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গাণে অমর একুশে বইমেলা-২০২৪ এ অংশগ্রহণ।

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গানে অনুষ্ঠিত অমর একুশে বইমেলা ২০২৩প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অংশগ্রহণ

ভারতের কলকাতায় অনুষ্ঠিত ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা

বঙ্গাবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে Tour Operators Association of Bangladesh (TOAB) কর্তৃক Biman Bangladesh Travel and Tourism Fair (BTTF) 2024-এ অংশগ্রহণ

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ : আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ কর্তৃক ০৭ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি.বিভাগীয় বইমেলায় অংশগ্রহণ করা হয়।

ঢাকা বিভাগীয় বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ঢাকা বিভাগীয় বইমেলার উদ্বোধনের পর স্টলে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ।

খুলনা ও বরিশাল বিভাগ : গত ২৮ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে ০৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার বয়রা, খুলনা প্রাঙ্গনে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৮ নভেম্বর থেকে ১৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু উদ্যানে বরিশাল বিভাগীয় বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর খুলনা ও বরিশাল বিভাগ উক্ত বই মেলায় অংশ গ্রহণ করে।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর খুলনা কর্তৃক বই মেলায় অংশগ্রহণ

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর খুলনা কর্তৃক বই মেলায় অংশগ্রহণ

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর : গত ২৭-২৯ জুন ২০২৪ তারিখ জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরে ‘জাতিতাত্ত্বিক মেলা-২০২৪’ এর আয়োজন করা হয়। উক্ত মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব খলিল আহমদ । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলার জেলা প্রশাসক জনাব আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান। মেলায় আরো উপস্থিত ছিলেন দীপক কুমার দেব শর্মা, সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; একুশে পদকপ্রাপ্ত অধ্যাপক জিনবোধি ভিক্ষু, পালি ও সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; একুশে পদকপ্রাপ্ত জনাব আজিজুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব নুরুল ইসলাম সহ বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সুধীজন।

জাতিতাত্ত্বিক মেলা-২০২৪

জাতিতাত্ত্বিক মেলা-২০২৪

জাতিতাত্ত্বিক মেলা-২০২৪

জাতিতাত্ত্বিক মেলা-২০২৪

চ) উৎসব আয়োজন

উৎসব আয়োজন : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক ২৭ জুন ২০২৪ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হলে ঐতিহ্যবাহী বাউল, ধামাইল, লোক সংগীত ইত্যাদির সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বাউল, ধামাইল, লোকসংগীত বিষয়ক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বাউল, ধামাইল, লোকসংগীত বিষয়ক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বর্ষবরণ-১৪৩১

ঢাকা ও ময়মনসসিহ বিভাগ : বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ এবং অধীনস্ত সাইট এবং জাদুঘরসমূহে স্বল্প পরিসরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ কার্যালয়ে আনন্দ আয়োজনে সম্মেলক কণ্ঠে
'এসো হে বৈশাখ , এসো, এসো.... তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে....' গানটি করা হয়

খুলনা ও বরিশাল বিভাগ : ১৪ই এপ্রিল ২০২৪ ১লা বৈশাখ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় খুলনা ও নিয়ন্ত্রণাধীন জাদুঘরসমূহে র‍্যালিসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১লা বৈশাখ ২০২৪ উপলক্ষে খুলনা আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয়ে বর্ষবরণ	১লা বৈশাখ ২০২৪ উপলক্ষে রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি শিলাইদহে বর্ষবরণ

তৃতীয় অধ্যায়

প্রকল্প

প্রকল্পের নাম: ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেন এর প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার-সংরক্ষণ এবং ঢাকা মহানগর জাদুঘর স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ও সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্থাপত্য অধিদপ্তর সহযোগী বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে।

মন্ত্রণালয় : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ইতিহাসের সাক্ষী অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং অতুলনীয় স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত রোজগার্ডেন ভবনটিকে জনসাধারণের নিকট উপস্থাপন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত **রূপ :**

- রোজ গার্ডেন ভবনটির প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার-সংরক্ষণ করে জনসাধারণের নিকট উপস্থাপন;
- রোজ গার্ডেন চত্বরে বিদ্যমান তিন তলা ভবনে ঢাকা মহানগর জাদুঘর স্থাপন;
- বিদ্যমান বেঙ্গল স্টুডিওটিকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ফিল্ম স্টুডিও হিসেবে তৈরি করে ব্যবহারোপযোগী করা।

প্রকল্প বরাদ্দ :

আরডিপিপিতে বরাদ্দ আছে ৩৮,২৪,৪৯ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়নকারী সংস্তার কার্যক্রম :

- প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সংস্কার সংরক্ষণ ও অভ্যন্তরীণ আলোক সজ্জাকরণ
- জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ঢাকা মহানগর জাদুঘর স্থাপন
- শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বেঙ্গল স্টুডিও মেরামত ও আধুনিকায়ন;
- গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পূর্ত এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা।

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:

- গত ০৪ জুলাই ২০২৩ তারিখ প্রকল্প কাজের উদ্বোধন করা হয়।
- ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেন মূল ভবনের প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে;
- ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেন চত্বরে বিদ্যমান তিন তলা ভবনে ঢাকা মহানগর জাদুঘর স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে;
- বিদ্যমান জরাজীর্ণ বেঙ্গল স্টুডিও আধুনিকায়নের কাজ চলমান রয়েছে;
- রোজ গার্ডেনে পুকুর খনন, পাড় সংস্কার-সংরক্ষণ ও রিটেইনিংওয়াল নির্মাণ, জলাবদ্ধতা নিরসন ও পয়:নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, ওয়াকওয়ে, আনসার শেড, টয়লেট ব্লক ও টিকিট কাউন্টার নির্মাণ, ল্যান্ডস্কেপিং, গোলাপ বাগান তৈরি করা ও সীমানা প্রাচীরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের চলমান প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার-সংরক্ষণ কাজসহ অন্যান্য কাজ পরিদর্শন

'ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেন এর প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার-সংক্ষণ এবং ঢাকা মহানগর জাদুঘর স্থাপন' প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির পিআইসি সভা

অন্যান্য :

- ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রত্নস্থলসমূহের সংস্কার-সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৪ মে ২০২৪ তারিখে মোট ব্যয় ৩৩.২৯৯৩ কোটি (তেত্রিশ কোটি ঊনত্রিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার) (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত মেয়াদে অনুমোদিত হয়েছে। আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের ২৬ মে ২০২৪ এর চাহিদা মোতাবেক প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬ এর পরিবর্তে জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত নির্ধারণপূর্বক পরিমার্জনকৃত ডিপিপি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ০৪ জুন ২০২৪ এ তথায় প্রেরণ করা হয়েছে।

- প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তি ও জাদুঘরসমূহের সংস্কার-সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ০৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যাচাই বাছাই কমিটির সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী অধিদপ্তর হতে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাজ চলমান এবং পরবর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী কিছু নতুন প্রত্নস্থল অন্তর্ভুক্ত করে খসড়া ডিপিপি এবং "সিরাজগঞ্জ জেলার ''শাহজাদপুর রবীন্দ্র কাছারি বাড়ি সংস্কার-সংরক্ষণ ও উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ১৭ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই বাছাই কমিটির সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী সংশোধন করে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- এছাড়া আরও ২টি প্রকল্প 'সাতক্ষীরা প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর স্থাপন' এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার 'পানাম নগর প্রত্নস্থলের সংস্কার-সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' প্রকল্পটির জনবল সংক্রান্ত প্রস্তাব অর্থ বিভাগে অনুমোদনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন। ভারত সরকারের অনুদানে কুষ্টিয়াস্থ "শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ির সম্প্রসারিত উন্নয়ন কার্যক্রম" বাস্তবায়নে সার্বক্ষনিক যোগাযোগসহ প্রয়োজনানুযায়ী সহায়তা করা হচ্ছে।

চতুর্থ অধ্যায়

অধিদপ্তরের আওতাধীন
দপ্তর/জাদুঘরসমূহের কার্যক্রম

ক) জাদুঘর/সাইটসমূহের কার্যক্রম

জাতির হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্যের বিশাল সংগ্রহ ভান্ডার হলো জাদুঘর। আর এই সমৃদ্ধ সংগ্রহের মাধ্যমে জাদুঘর জনগণের সঙ্গে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। এদেশের গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জানার জন্য প্রতিদিন দেশি-বিদেশি দর্শনার্থী অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল জাদুঘর/সাইটসমূহ পরিদর্শন করে। এসকল দর্শনার্থীদের জন্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল প্রত্নস্থল/জাদুঘর সমূহ নিম্নোক্ত সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

১। দর্শনার্থী ও পর্যটকগণ প্রবেশমূল্য প্রদান সাপেক্ষে কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহের মাধ্যমে জাদুঘর/সাইটসমূহ পরিদর্শন করার ব্যবস্থা রয়েছে।

২। টিকিটের মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি হচ্ছে, দেশি দর্শনার্থীদের জন্য (প্রাপ্ত বয়স্ক) ৩০/-শিক্ষার্থী দর্শনার্থীর জন্য (মাধ্যমিক স্তর) ১০/-, বিদেশি দর্শনার্থীদের জন্য (সার্কভুক্ত দেশ) ২০০/-, বিদেশি (অন্যান্য দেশ) ৪০০/- এবং শিশু (০ থেকে ০৫ বছর পর্যন্ত) ০০/- টাকার মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়।

৩। সেবা প্রদানের সময়সীমা মঙ্গলবার হতে শনিবার পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত এবং শীতকালীন সকাল ৯.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত খোলা থাকে এবং রবিবার সাপ্তাহিক বন্ধ ও সোমবার বিকাল ২.০০ ঘটিকা হতে খোলা থাকে। তাছাড়া প্রতিদিন দুপুর ১.০০ ঘটিকা থেকে ১.৩০ ঘটিকা বন্ধ এবং শুক্রবার দুপুর ১২.০০ ঘটিকা থেকে বিকেল ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত নামাজের বিরতি থাকে।

৪। আগত দর্শনার্থীদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রবেশমূল্য/ভাড়া পরিশোধের মাধ্যমে পার্কিং কাউন্টার থেকে প্রবেশমূল্য/ভাড়া পরিশোধের রশিদ সংগ্রহ করে গাড়ি পার্কিং এর সুব্যবস্থা করা হয়।

৫। দর্শনার্থীদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের প্রকাশনা, ভিউকার্ড, পোস্টার, ফোল্ডার এবং পুস্তিকা জাদুঘরের টিকিট কাউন্টার হতে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়।

৬। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সীমিত সংখ্যক দর্শনার্থী রাত্রি যাপনের জন্য খালি থাকা সাপেক্ষে বিশ্রামাগারের সুব্যবস্থা আছে।

৭। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এবং নীতিমালা অনুসরণ করে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে দর্শনার্থীদের স্যুটিং ও চিত্রায়ণের অনুমতি প্রদান করা হয়।

৮। সুনির্দিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক আইন ও নীতিমালা অনুসরণ করে অনলাইন বা সরাসরি আবেদন ও তথ্যপ্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করা হয়

শালবন বিহারে দর্শনার্থীদের সমাগম

লালবাগ কেল্লায় আগত দর্শনার্থী

জনাব শামীম আহম্মেদ, মহাপরিচালক, সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর কান্তনগর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বহিতে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার শ্রী প্রণয় ভার্মা ও মিসেস মানু ভার্মা রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, শিলাইদহ, কুষ্টিয়া পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বহিতে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন

খ) পরিদর্শন

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তরসমূহের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব, অতিরিক্ত সচিবসহ বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্নস্থল এবং জাদুঘরসমূহ পরিদর্শন করেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রত্নস্থল পরিদর্শনের তথ্য উল্লেখ করা হলো:

- ❖ ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি. তারিখ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. মোকাম্মেল হোসেন পানামনগর পরিদর্শন করেন। এসময়ে আরও উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সোনারগাঁও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং ট্যুরিস্ট পুলিশ।
- ❖ ২১ নভেম্বর ২০২৩ খ্রি. চলমান 'রোজ গার্ডেন' প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব খলিল আহমদ। এ সময় প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।
- ❖ ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব চন্দন কুমার দে রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি শিলাইদহ, কুষ্টিয়া জাদুঘর পরিদর্শন করেন।
- ❖ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি. বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত জনাব পিটার হাস পুঠিয়া রাজবাড়ি জাদুঘর পরিদর্শন করেন।
- ❖ ২০ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মো. ইসমাইল হোসেন এনডিসি মহোদয় রংপুর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, তাজহাট জমিদার বাড়ি পরিদর্শন করেন।
- ❖ ১ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খলিল আহমদ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ, কুমিল্লার নিয়ন্ত্রণাধীন ময়নামতি জাদুঘর ও সংরক্ষিত পুরাকীর্তি শালবন বিহার, রূপবান মুড়া, ইটাখোলা বিহার, শচীনদেব বর্মনের বাড়ি ও পাঁচথুবির মন্তের মুড়া প্রত্নস্থল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে আঞ্চলিক পরিচালক এ কে এম সাইফুর রাহমান, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুবাইয়া খানম, কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লার উপপরিচালক অসীম কুমার সরকার, ময়নামতি জাদুঘরের কাস্টোডিয়ান মোঃ শাহীন আলম, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
- ❖ গত ২৬ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) সাবিনা আলম মহোদয় লালবাগ দুর্গ পরিদর্শন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং অনুবিভাগের যুগ্মসচিব জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস মহোদয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালক আফরোজা খান মিতা, লালবাগ দুর্গ ও জাদুঘরের কাস্টোডিয়ানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।
- ❖ গত ২৯ মার্চ ২০২৪ খ্রি. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) হাসনা জাহান খানম মহোদয় মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলার সংরক্ষিত প্রত্নস্থল তেওতা জমিদার বাড়ির উত্তরী স্বর (নবরত্ন মাঠ সংলগ্ন) ভবনের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সংস্কার সংরক্ষণ কাজ পরিদর্শন করেন। এ সময়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালক, আফরোজা খান মিতা, প্রধান কার্যালয়ের সহকারী প্রত্নতাত্ত্বিক প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব), আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ জনাব মো. খলিলুর রহমান তালুকদার এবং অন্যান্য কর্মকর্তা- কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

- ❖ গত ০৬.০৩.২০২৪ তারিখ Internal Study Tour (IST-1) National Defence Course (NDC)-2024 এর মেজর জেনারেল মোহা. হোসাইন আল মোরশেদ, এনডিসি, এএফ ডবি-উসি, পিএসসি এর নেতৃত্বে ২৭ সদস্যের একটি টিম ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট জাদুঘর, খানজাহানের প্রাচীন রাস্তা ও খানজাহান

(রঃ) এর মাজার পরিদর্শন করেন। উক্ত এনডিসি কোর্সে ভারত, শ্রীলঙ্কা, কুয়েত, মালী, জাম্বিয়া, সৌদি আরব, নাইজেরিয়া এবং কাতার এর ০৮ (আট) জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

- ❖ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ নবীরুল ইসলাম মহোদয় ১৪/০৪/২০২৪ তারিখ মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাড়ি ও জাদুঘর, সাগরদাঁড়ি পরিদর্শন করেন। এসময় কেশবপুর উপজেলার নিবার্হী কর্মকর্তা জনাব মো. তুহিন হোসেন সহ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।
- ❖ ১৮-০৯-২০২৩ তারিখ বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত জনাব পিটার হাস পুঠিয়া রাজবাড়ি জাদুঘর পরিদর্শন করেন।
- ❖ ১১-০৫-২০২৪ তারিখ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আতাউর রহমান দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার কান্তনগর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর ও ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলার টংকনাথ জমিদার বাড়ি পরিদর্শন করেন।
- ❖ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব সাবিনা আলম মহোদয় আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ, কুমিল্লা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন ময়নামতি জাদুঘর ও শালবন বিহার পরিদর্শন করেন।
- ❖ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব খলিল আহমদ মহোদয় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ, কুমিল্লার নিয়ন্ত্রণাধীন ময়নামতি জাদুঘর ও শালবন বিহার পরিদর্শন করেন।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) সাবিনা আলম মহোদয় কর্তৃক লালবাগ দুর্গ ও জাদুঘর পরিদর্শন	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) হাসনা জাহান খানম মহোদয় কর্তৃক মানিক মানিকগঞ্জ জেলার সংরক্ষিত প্রত্নস্থল তেওতা জমিদার বাড়ির উত্তরীস্ব (নবরত্ন মাঠ সংলগ্ন) ভবনের সংস্কার সংরক্ষণ কাজ পরিদর্শন

Internal Study Tour (IST-1) National Defence Course (NDC)

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব সাগরদাঁড়ির মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাড়ি ও জাদুঘর পরিদর্শন করছেন

বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত জনাব পিটার হাস পুঠিয়া রাজবাড়ি জাদুঘর পরিদর্শন করেন

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আতাউর রহমান, মাননীয় যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর টংকনাথ জমিদার বাড়ি পরিদর্শন

শালবন বিহারে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব সাবিনা আলম এর সাথে আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ কর্তৃক সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব খলিল আহমদ'কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা প্রদান